কার্পেট

বলরাম বসাক

কলকাতা

প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

প্রচ্ছদ : তপনলাল ধর

প্রকাশক : তপন লাল ধর। আবায় ৪১ গড়পার রোড কলকাতা ৯
মুদ্রক : ডঃ সুশীলকুমার ঘোষ দীপক প্রিন্টিং এণ্ড টাইপ ফাউণ্ডারি প্রাইভেট লিমিটেড, ৭২/১ মাণিকতলা স্ট্রীট কলকাতা ৭

লেখকের অন্য বই

পিঁপড়ে হাতি (ছোটদের গল্প)

নাগরদোলা

আমি যখন আমার বাড়ির গলিটা দিয়ে যাচ্ছিলুম তখন আমাকে লক্ষ্য করে কে যেন চিৎকার করে ডাকল, 'মানুষ মানুষ।'

আমি এদিক ওদিক তাকালুম। আওয়াজটা যেন কোনো ঝুলবারান্দা থেকে ভেসে এসেছে। তাই আশপাশের বাড়িগুলোর কোনটাতে ঝুলবারান্দা আছে আমি খুঁজতে শুরু করলুম।

'মানুষ মানুষ।'

কণ্ঠস্বরটিতে কোনো অভিজ্ঞ বয়সের ছবি নেই। নিতান্ত সকাল বেলার মতো মনে হচ্ছিল। ভোরবেলা ঘুম ভাঙলে দু একটা পাখির ডাক যেমন লাগে।

'এই মানুষ এই মানুষ।'

আমার নিজের যে একটা নাম আছে এবং থাকতে পারে সে কথা ভুলে গিয়ে ট্রেসিং পেপারে আঁকা নক্সার মত একটা বাড়ি আবিষ্কার করলুম। ছোট ছেলেরা কালো পেনসিল দিয়ে যেমন করে ছবি বোলায় ঠিক তেমনি উচড়ো একটা বাড়ি অন্যান্য বাড়ি থেকে আলাদা হয়ে বেরিয়ে এলো। আমার সামনে। কালো পেনসিল ঘসা ঝুলবারান্দা বার করতে আমার বেশিক্ষণ সময় লাগল না।

ঝুলবারান্দা থেকে ছিটকে, ছুটো ছুটো চারটে হাত, খোঁচা খোঁচা চুলের দুটি মাথা বেরিয়ে আছে। নতুন রঙের আঁচড়। সদ্য ক্যানভাসের গন্ধ।

'এই মানুষ'

'আমাকে মানুষ বলছ কেন?'

'তবে কি মানুষ নও?'

'হ্যাঁ। মানুষ। তবে আমার একটা নামও আছে।'

'নাম তো আমারও আছে।'

'আমালো একতা নাম আচে।'

বড়ো ছেলেটার বেগুণি কপোলের পাশে ছোট ছেলেটার সবুজ থুতনি আমাকে ভীষণ আকৃষ্ট করল। সামান্য একটু দেখা। ছোটটিকে বেশ লাগছে। ওকে ধরতে ইচ্ছে করছে। ওদের কাছে যেতে ইচ্ছে করছে।

'তোমাদের কাছে যাব আমি? সিঁড়িটা কোথায় বল দেখি।' ছোটটি ড্যাব্ ড্যাবা চোখে রেখাবিস্তার করতে করতে তাকিয়ে রইল। বড়টি তার ছোট্ট আঙুল বের করে কি যেন বুদ্বুদের মত দেখাল। আমি ওর আঙুলের দিকটা লক্ষ্য করে মিলিয়ে যাওয়া সোনালি ধোঁয়ার মত বুঝতে চেষ্টা করলাম। সোনালি ধোঁয়া আস্তে আস্তে লাল বেগুনি নীল আকাশি সাদা···। ঝুলবারান্দাটা কি নেমে আসছে? অনেক দূরে একটা নাগরদোলা ঘুরছে। শব্দ হচ্ছে। কয়েকটি ছেলে মেয়ে কিশোর কিশোরী যুবক যুবতী তাতে চড়েছে। উঁচুতে উঠলে পার্কের রেলিং ছাড়িয়ে একটা ছেলের মুখ মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ঠিক ছোট ছেলেটার মত তার চিবুকও সবুজ। ঝুলবারান্দাটা ওঠা নামা করছে। বড় ছেলেটার আঙুল আবার লক্ষ্য করলুম। এবার স্পষ্ট বুঝতে আমার অসুবিধা হয়নি।

কোথা থেকে কি একটা গাছের পাতার গন্ধ ভেসে আসছিল। সেই মায়া ত্যাগ করে অথচ অনুরূপ গন্ধের কতগুলো শৈবাল মাড়িয়ে একটা অন্ধকারের ভেতরে ঢুকে ধীরে ধীরে পা ফেলতে লাগলাম।

কি ভাবে কোনখান দিয়ে সিঁড়িটা ঝুলবারান্দায় আমাকে পৌঁছে দিয়েছে। আমি বুঝতে পারলুম না। ছেলে দুটো আমাকে দেখে অবাক। সামনের বাড়িগুলোর কি সব যেন নড়া চড়া করছিল তার ছায়া প্রচ্ছায়া প্রতিচ্ছায়ারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ছেলেদুটির চোখের তারায় নড়ে চড়ে কখনো স্থির থাকতে পারছে না। ঝুলবারান্দাটা থেকে আকাশটা ক্যামেরার মত সামান্য দেখা যাচ্ছে। ক্যামেরার পেছনে কে, কে নেই, বা কেউ আছে কি নেই বুঝবার আগে ঝুলবারান্দাটা লিফ্টের মত নেমে যাচ্ছিল। (তার জন্যে আমি ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলছিলুম। অবশেষে চমকে উঠে ছেলেদুটির দিকে তাকাতেই আমি চোখ রগড়ে নিলাম। বড় ছেলেটি হাত পেতেছে, 'চকলেট্ দাও।' দেখাদেখি ছোট ছেলেটি হাত পেতেছে, 'তকলেত দাও।'

আমি বাঁ পকেটে হাত দিতেই দুটো সিগারেট বেরিয়ে এলো।

সিগারেটের দিকে তাকিয়ে শিশু দুটি কি রকম যেন তাকাল। পরস্পরের দিকে বিস্ফোরিত চোখ ফোটাল।

বড়টি বলল, 'বাপি খায়'

ছোটটি বলল, 'বাপি খায়'

আমি সিগারেট দুটো পকেটে রেখে আবার ছেলেদুটির দিকে তাকাতেই ছেলেদুটির ঠোঁট কালো পুরু এবং শক্ত মনে হল। সৌকুমার্যকে যেন তারা চকোলেটের মত চুষে খেয়ে ফেলে পাকা ছেলের মত দাঁত কপাটি বের করে হাসতে লাগল। চোখের রঙ খয়েরি হয়ে গেছে। আর গাল দুজনের মনে হচ্ছে কাঠের বার্নিস করা আর্ট কম্পোজিশন।

('সিগারেট দিন তো যদি বলে ফেলে তাই ভয়ে ভয়ে) আমি সিগারেট দুটো আবার বের করলাম। ঠিক সেই সময় দরজাটা ঈষৎ ফাঁক। দরজার গায়ে একটা ছোট্ট মাকড়সা আমার গরম নিশ্বাস পেয়ে সুর্ সুর্ করে ফাঁক দিয়ে ঢুকে দরজার উল্টো পিঠে চলে যাচ্ছে দেখবার জন্যে তাড়াতাড়ি দরজায় মুখ বাড়িয়ে আমি শিউরে উঠলাম। আমার পা কাঁপল। আমি চিৎকার করলাম (কিংবা করলাম না)। আমি আর কি যেন করলাম (কিংবা করিনি)।

'ভেতরে একটা বিরাট মাকড়সা। বিছানার ওপর জাল পেতে বসেছে। দরজার ফাঁক থেকে মুখ সরিয়ে এনে ছেলে দুটির দিকে তাকালাম। আশ্চর্য বেগুণি চোখগুলো ওদের নেচে উঠল। হেসে উঠল। দুটো কচি ঠোঁটে (যা আর কালো মনে হল না, কিশোর গোলাপি) বুদ্ধিদীপ্ত বক্ররেখা সংবর্তিত হতে হতে হঠাৎ থেমে গেল।

'ঘরের ভেতরে বিছানায় একটা মাকড়সা দেখলাম।'

ছেলেদুটি খিলখিল করে হেসে উঠল।

'মা বিছানার চাদরে মাকড়সা বুনেছিল।'

স্বস্তির নিশ্বাসের পর ঘরের ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখি বিছানার ওপর মাকড়সা নেই। জনৈকা ভদ্রমহিলা। শায়িতা। মাকড়সার একটা উপচ্ছায়া তার বুকের একপাশের তলায় দুমড়ে আছে।

'ঐ ভদ্রমহিলা তোমাদের মা? তোমাদের মাকে একটু ডেকে দেবে?'

'তুমি ভেতরে গিয়ে ডাক না।'

'তুমি ডেকলে গিয়ে…'

'তোমাদের মা যে ঘুমিয়ে আছে।'

'তুমি গিয়ে বাপিল…'

'তোমাদের বাপি তোমাদের মাকে কেমন করে ডাকেন আমি কি করে জানব ?'

'আচ্ছা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।' বড ছেলেটি দরজা আরো ফাঁক করে ভেতরে ঢুকল। ছেলেটি তার পেছন দিকটায় একটু অভিজ্ঞ যুবকের নক্সা আঁকল। ভেতরে ঢুকে গেল। আমি বাইরে ঝুলবাবান্দায় দেয়ালে হেলান দিযে দম বন্ধ করে স্থির হয়ে দাঁড়ালাম। ছোট ছেলেটা কখন যেন আমার হাত থেকে খসে পড়া ছুটো সিগারেটের একটি ছুই আঙুলের ফাঁকে তুলে নিল। অভিজ্ঞ যুবকের নক্সায় মুখটাকে রূপায়িত করে বাঁকা ঠোঁটে বিনা আগুনে সিগারেট টেনে সুখটান দিতে লাগল। মাঝে মাঝে বিনা ধোঁয়ায় রিং তৈরি করে যেতে লাগল। আমি সেদিকে দম বন্ধ তাকিয়ে মুহূর্ত গুণতে লাগলাম। তখন ঘরের ভেতরে—

'নারী। নারী।'

কপালে ভাঁজ পডতে যাচ্ছিল সামলে নিতে নিতে একবার দরজার ফাঁকে উঁকি মারলাম।

'এই নারী এই নারী।'

দেখলাম ছেলেটি মার গালে চুমু খাচ্ছে।

'নারী ওঠো। ডাকছে।'

'কে ডাকছে।'

'মানুষ।'

'কেমন মানুষ।'

'পুরুষ মানুষ।'

'আমি সরে গেলাম। শাড়িটা ঠিক করার শব্দ হচ্ছে। হিম পড়ার শব্দের মত। চুল ঠিক করে নেবার গন্ধ উডছে।' চটির শব্দ। 'কে ?'

'আমি'

'বেলুন ওয়ালা ?'

'না'

'দেখুন ছেলেরা কাউকে ডাকলেই মনে করি বেলুন ওয়ালা কিংবা ঘুগনি ওয়ালা তা আমি বেলুন আর ঘুগনি ছুই ভালোবাসি'

(আমি চুপ)

'কেন এসেছেন ? কি জন্যে এসেছেন ?'

'আপনার ছেলেদুটি ভারি সুন্দর। রাস্তায় আমাকে ডাকল। ছোটোটি কিন্তু ভারি ভালো।'

'হ্যাঁ সবাই তাই বলে। কিন্তু কি করব বলুন। ওদের কোনদিন প্যারামবুলেটরে করে হাওয়া খাওয়াতে পারিনি বেলুন কিনে দিতে পারিনি চকলেট আইসক্রিম ঘুগনি দিতে পারি নি। কয়েকদিন থেকে নাগবদোলায় চড়বার বায়না ধরেছে চড়াতে পারছি না। একদম সময় পাই না। কি করব বলুন ওদের বাবা আই মীন আমার স্বামী ওদের চাইতে বড্ড ছেলেমানুষ। ওর বায়নাই মেটাতে হিম্‌সিম্‌ খাচ্ছি, সময় টাকা আর মন দেদার খরচ হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা শুনুন আপনি একটা কাজ করবেন ?'

'কি কাজ ?'

'ওদের একটু নাগরদোলায় চড়িয়ে আনবেন ?'

'তা বেশ তো'

'নাগরদোলায় অবশ্য আমিও চড়িনি'

'তা আপনিও চলুন না'

'তা মন্দ হয় না। আপনি যখন বলছেন। ভদ্রমহিলা শাড়িটা ঠিক করল সামান্য। 'চলুন।' আমি যাবার জন্য প্রস্তুত। ছেলেদুটোকে পেলাম না। 'কোথায় গেল ?'

'থাকগে মরুকগে। দুজনেই চলুন', ভদ্রমহিলা বলল। বলতে বলতে আমরা দুজন ঝুলবারান্দার পাঁচিল আঁকড়ে ধরলুম। ঝুলবারান্দাটা সত্যি সত্যি নিচে নেমে যাচ্ছে। আরো নামছে। ওপরে আরেকটা ঝুলবারান্দা দেখা যাচ্ছে। সেটাও নেমে আসছে। সেখান থেকে ছেলেদুটির ভয়ার্ত চিৎকার শোনা যাচ্ছে। ভদ্রমহিলা খিল খিল করে হাসছে। তার যৌবনমাখা শাড়ি ভয়ানক ভাবে উড়ছে। আমি বিপন্নের মত পাঁচিল শক্ত করে ধরে কতক্ষণে ঝুলবারান্দার ওঠানামা থামে তার জন্যে অপেক্ষা করছি।

অনেক কথা বলা ও কথা শোনার পর যখন অনেকক্ষণ ধরে পরস্পর নীরব হল তখন আত্মবিভোর তন্ময়তা ভেঙে 'আমি আর পারছি না; আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে, পরিমল বলে উঠল, 'আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে। আমি চলে যাই।' তপতী তবু বসে রইল। কোন সাড়া শব্দ করল না। মাথা নিচু করে কয়েকটা ঘাসপাতা ছিঁড়ল। পরিমল উঠে দাঁড়াল। বড় উদ্বেগের সাথে বলল, 'তপু আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে আমি চলে যাচ্ছি।' তপতী তবু মাথা তুলল না। শাড়ির আঁচলে সুন্দর ঘাড় ও পিঠের ঊর্ধ্বাংশটা ঢাকা ছিল। আঁচলটা খসে পড়েছে। তপতী একটুও নড়ছে না।। মাথা নিচু করে আরেকটা ঘাসপাতা ছিঁড়ল। এক ভাবেই বসে রইল। হাতের কঙ্কনের শব্দ হল না। পরিমল হন হন্ করে চলে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে আওড়াতে লাগল 'আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

কালিঘাট পার্ক থেকে বেরিয়ে ট্রামস্টপে এসে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হয়নি পরিমলকে। ট্রাম এসে পড়তেই পরিমল উঠে পড়ল। ভিড় ঠেলে একটু ভেতরে পাখার তলায় দাঁড়াল। শক্ত করে রড ধরে রইল।•'ইস্ দমবন্ধ হয়ে আসছে ·····।'

কথাটা যারা শুনতে পেল না তারা অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যেতে লাগল। কথাটা যারা শুনতে পেল তারা ট্রামের ভেতরের অসুবিধার কথা ·····যাত্রীর ভিড়ের কথা কলকাতার লোকসংখ্যার কথা···উদ্বাস্তুর কথা···সরকারী নীতির কথা···ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার কথা·· ইত্যাদি বলে সরকারপক্ষকে অথবা দক্ষিণপন্থীদের কিংবা বামপন্থীদের একযোগে গালাগাল দিতে লাগল।

ভিড় ঠেলে কবীর রোডের কাছে নামলে পরিমল। একরকম দৌড়ে দৌড়ে বাড়ি ঢুকলে। বারান্দায় জেঠুকে দেখতে পেলে। গড়গড়া টানছেন। পাশে তার কুকুরটা জিব্ বার করে চোখ বুজে ঝিম্ ধরে আছে।

'জেঠু আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে····· ।'

জেঠু কোনদিকে তাকাল না। একমনে ঘ্রোৎ ঘ্রোৎ করে গড়গড়া টানতে

পাগল। কুকুরটা শুধু একবার আড চোখে পরিমলকে দেখে নিয়েছিল। বারান্দা পেরিয়ে চৌকাঠ ডিঙিয়ে বড কাকীমার দেখা পেয়ে ছুটে গিয়ে তাকে বললে, 'কাকীমা···আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।' 'আঃ সর দিকিনি·· এখন অত তামাসা করার সময় নেই...বড কাকীমা মার্কেট যাচ্ছেন। গাড়ি প্রস্তুত।

বাঁদিকের ঘরে বাবার চেম্বার। মক্কেলদের নিয়ে বাবা সবসময় কেমন যেন ব্যস্ত ত্রস্ত। 'বাবা আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে।'

'আঃ এখন যাও দিকি এখান থেকে·· ·।' মক্কেল যদিও একজন। মেলা কাগজপত্র টেবিলের উপর। মোটা বইগুলোকে ইঁটের মত সাজিয়ে দালান বানানো যায়। আর সে দালানের ভেতর······। 'আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে ছোট কাকু।' পরিমল বাবার ঘর ছেড়ে আসার মুখে ছোট কাকুর ঘরে উঁকি মারে। ছোটকাকু দাবা খেলছে তার বন্ধুকে নিয়ে। চায়ের কাপে চা ভরতি। ঘণ্টাখানেক আগে থেকে পড়ে রয়েছে। বিস্কিট ছিল। মাছি বসেছিল। ছোটকাকু আর তার বন্ধু দুজনেই হুমরি খেয়েছিল দাবার ছকের উপর। দেয়ালে ছায়াদুটো যেন কুস্তি করছিল। জানালার পর্দা উডছিল বাতাসে। রাস্তার ধুলোয় সারা মেঝে ছেয়ে গেছিল। দপ্ করে আলো নিবে গেলেও ক্ষতি ছিল না।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বডদা তখন নামছে। সিগারেট মুখে। চমকে উঠে সিগারেট লুকিয়ে পরিমলকে দেখে আবার সিগারেট বার করে ধোঁয়া ছেড়ে পাশ কাটিয়ে······

'দাদা, আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে।'

'ফাজলামো করিসনে।'

দোতলা থেকে তেতলা উঠতে—বেড়ালটা নামছিল। স্থির হয়ে দাঁড়াল। পালাবার ফাঁক খুঁজে ছুটে পালাল। 'দিদি, দমবন্ধ হয়ে আসছে···।' দিদি চা-এর বন্দোবস্ত করতে যাচ্ছিল। অসিতবাবুর চা। অসিতবাবুকে দিদি শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে করতে পারে। বিয়ে করে দিল্লী চলে যেতে পারে। দিদি আঁচলের ঝাপটায় একরাশ হাওয়া উড়িয়ে দিল।

পরিমল পাশের ঘরে ঢোকে। 'মা আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে।' মা জানালা দিয়ে পাশের বাড়ির গিন্নির সঙ্গে সোনার দর নিয়ে গল্প করছে।

বেরিয়ে এসে পরিমল জেঠুর পাশে ঢোকে। জেঠিমা নেই। ফোনের রিসিভার তুলে হ্যালো……ডক্টর……আমার দমটা……আমি পরিমল……আমার দমটা……বন্ধ……আজ্ঞে, কবীর রোড থেকে বলছি……আমার দমটা…।' ওপাশ থেকে অফ্ হয়ে গেছে। বাইরে বেরিয়ে চোখে পড়ে দেওয়ালের গায়ে একটা অনড় টিক্‌টিকি। 'আমার দমটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।' টিক্‌টিকিটা একটুও নড়ল না। একঠায় স্থির হয়ে রইল

ছাদের ওপর নিজের ঘরে এসে পরিমল ধুঁকতে ধুঁকতে টুলিকে দেখতে পায়। মুখ দিয়ে নিশ্বাস নিতে নিতে পরিমল—'আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে রে……।'

পাঁচ বছরের টুলি. 'কি বন্ধ হচ্ছে……?

'দম…'

'সেটা কেমন করে হয়……?'

'এক গ্লাস জল দেতো কুঁজোটা থেকে।' পরিমল মেঝের ওপরেই শুয়ে পড়ে। টুলি পরিমলকে ছটফট করতে দেখে ভয় পেয়ে—'ওমন করছ কেন পরিদা……?'

'দমবন্ধ……জল দে…।'

কুঁজো থেকে জল ঢালতে গিয়ে কুঁজো কাৎ করে ফেলেছে টুলি। হাত থেকে পড়ে শব্দ করে ভেঙে গেছে। জল থৈ থৈ।

'যা ভেঙে গেল।' টুলি ভয়ে ভয়ে পরিমলের দিকে তাকাচ্ছে, বকবে না তো। মার দেবে না তো। পরিমল বড় বড় শ্বাস ফেলে নিশ্বাস নিচ্ছে। গোঙাচ্ছে। ভয়ে টুলি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে যাবার পর বাতাসে দড়াম করে দরজা বেঁধে যায়। তারপর সাড়াশব্দ নেই।

নিচে রাস্তার ধারে বারান্দার কাছে………গড়গড়ার শব্দ থামল। মক্কেল বেড়িয়ে যাচ্ছে। অসিতবাবু চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াচ্ছেন। সিগারেটের টুকরোটা নিচের সিঁড়ির পাশে বুটের গোড়ালি দিয়ে থিঁতলে দেওয়া হল। সোনার দরের গল্প থামল। মার্কেট থেকে গাড়িটা ফিরে আসার শব্দ হচ্ছে। দাবা খেলায় কিস্তি আর মাৎ হচ্ছে না। ফোনে রি রি রি রি রি রিং। টেবিলের উপর খোলা ইংরাজী ছড়ার বইএ ছোট্ট মাথার ছায়া পড়েছে সামান্য।

'পরিমল বাবুকে ডেকে দিন না।'

'আপনি একেবারে ওপরে চলে যান······।'

'একেবারে ওপরে ? সিঁড়িটা কোন দিকে······?'

'ডানদিকে······।'

···গড়গড়ার শব্দের পর চটির শব্দ। মক্কেল বেড়িয়ে যাবার পর চুরোটের গন্ধ। অসিতবাবুর চলে যাবার পর গুণ গুণ গানের শব্দ। সিগারেট থিঁতলে যাবার পর বুটের শব্দ। সোনার দরের গল্পের পর ভক্তিমূলক সিনেমার গল্প। গাড়ি ফেরাবার শব্দের পর ঠাকুর ধমক খাচ্ছে। জানালার পর্দা ওড়ার আওয়াজ হচ্ছে। ফোনে রি রি রি রি রি রিং। হামটি ডামটি স্যাট অনে ওয়াল্···

দোতলার পর তিনতলা।

'পরিমল বাবুর ঘরটা কি আরো ওপরে?'

'হ্যাঁ একেবারে ছাদের ওপরে। সোজা চলে যান।'

··চটির শব্দ সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। কুকুর হাঁকাবার শব্দ হচ্ছে। ড্রয়ার বন্ধ করার শব্দ হল। রবীন্দ্রসঙ্গীতের শব্দ আসছে! বুটের মৃদু মৃদু শব্দ। জানালা বাঁধার শব্দ। পাঁচফোড়ন দেওয়ার শব্দ। কিস্তিমাতের শব্দ। ফোনে রি রি রি রি রি রিং। হামটি ডামটি হ্যাড়ে গ্রেট ফল্···

দরজাটা খুলল। ছায়াটা পড়ল। পরিমলের উবু হওয়া শরীরটাকে চিৎ করা হল। বুকপকেট থেকে টেনে ঘড়িটা বার করা হল। দম দেওয়া হল। দম দেওয়ার শব্দ হল। স্নায়ুর মধ্য দিয়ে সেই শব্দতরঙ্গ বয়ে চলল। দম দেওয়া শেষ হল। ঘড়িটা আবার পরিমলের বুকপকেটে ঢুকিয়ে রাখা হল। ছায়া সরে গেল। দরজা বন্ধ হল। পরিমল জেগে উঠল। উঠে বসল। কুঁজোর ভগ্নাবশেষ আর জলের দিকে তাকাল। উঠে দাঁড়াল। দরজা খুলল। জুতো পরল। সিঁড়ি দিয়ে নামল। বাড়ি থেকে বেড়িয়ে এলো। ট্রাম স্টপে দাঁড়াল। ট্রামে উঠল। কালিঘাট পার্কের কাছে নামল। পার্কে ঢুকল। কলাবতী গাছের পেছনে

যেখানে তপতী একই ভাবে বসেছিল পরিমল তার পাশে ধপ্‌ করে বসে পড়ল। তপতীও মুখ তুলে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, 'কটা বাজে?'

পরিমল বুকপকেট থেকে ঘড়িটা বার করল। ভালো করে দেখল। আরো ভালো করে দেখল। কখন দম বন্ধ হয়ে গেছিল? কতক্ষণ দম বন্ধ ছিল? কখন দম দেওয়া হল—কতক্ষণ পর ঘড়িটা চলছে—কতটা সময় যেন এরই মধ্যে কোথা দিয়ে হারিয়ে গেছে? বেশ কিছুটা সময়ের হিসাব গুলিয়ে ফেলে পরিমল হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'জানি না।'

স্কাইস্ক্র্যাপার

আমি দোতলার বারান্দায় দাড়ানো ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম, সুনীল বাবু আছেন? আকাশ কিছুটা রৌদ্র-প্রদীপ্ত ছিল বলে ভদ্রমহিলা হয়ত তার বিভিন্ন রঙের শাড়িগুলি মেলে দিচ্ছিলেন। শাড়িগুলির নিচের সূক্ষ্ম সূতির ঝালর থেকে জলবিন্দুগুলি ঝিলমিল ঝিলমিল করছিল। টুপ্‌টাপ পড়ছিল। আমি সেই ভদ্রমহিলার নানা রঙের শাড়ি মেলার বৃষ্টিতে ভিজে যেতাম। যদি না সাবধান হয়ে সরে দাঁড়াতাম, আমার পাঞ্জাবির গায়ে লাল নীল হলুদ সবুজ ছোপ লেগে থাকত

কি নাম বললেন? মিত্তিচাঁদের ভূতের সুস্বাদ কণ্ঠস্বরের মত ভদ্রমহিলা শরৎচন্দ্রের নারী-চরিত্রের মত সাড়া দিলেন। আমি ভদ্রমহিলার দিকে মুখ তুলে তাকাতেই দেখি, [illegible] তেতলার বারান্দা থেকে

সুনীল বাবু আছেন?

আমি অত্যন্ত কৃপার পাত্রের মত হাত কচলিয়ে ওপরে তাকিয়ে থেকে মাঝে মাঝে মাথা নিচু করে আবার তাকিয়ে আবার নিচু করে সহসা দেখলাম এক গুচ্ছ কালো তুষারের মত—নেমে আসছে আমার মুখের ওপর। চোখের কাছে। সন্ধ্যেবেলাকার ময়দানের গাছের তলার নৈঃশব্দ্যের মত। একগুচ্ছ কালো চুল। পরম রমণীয় রোমাঞ্চকর চুল। চোখ সরিয়ে নিতেই আমার ঠোঁট দুটোকে স্পর্শ করতে যাচ্ছিল। আমি মুখ ঘুরিয়ে নিতেই আমার বুকে লেগে থাকতে যাচ্ছিল। আমি বুক চাপড়ে চুলটা ফেলে দিতে কেমন যেন বুক চাপড়ানির শব্দ হল। আবার নিচ থেকে ওপরে তাকালাম। তিন তলায়। ভদ্রমহিলা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে সহসা থমকে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। হাতে বিনুনি করতে করতে ফরসা মুখে কিসের দাগ লেগে থাকতে দেখে আমি আবার মাথা নিচু করেছিলাম।

সুনীল বাবুকে চাইছেন?

আমি মাথা তুললাম। তিনতলা নয়। পাঁচতলার বারান্দা থেকে ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে রেডিও তরঙ্গের মত। মাথার শিরা দপদপ করছে। যেন হেড্‌ফোন ধরে দাঁড়িয়ে আছি অনেকক্ষণ।

সুনীলবাবু নয় এখানে সুশীলবাবু থাকেন।

পাঁচতলার পর ছ তলা সাত তলা আট তলা.... তলার আর শেষ নেই। প্রত্যেক তলার বারান্দা আছে। প্রত্যেক বারান্দায় ভদ্রমহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেতে পাবে। প্রত্যেক বারান্দা থেকে কি কি উত্তর পেতে পারি ভাবতে লাগলাম।

ভাবতে ভাবতে আমার মনে হল, প্রত্যেক বারান্দা থেকে আমি একই উত্তর পেতে পারি।

সুনীল বাবু নয় এখানে সুশীল বাবু থাকেন।

সুনীল বাবু নয় এখানে সুশীল বাবু থাকেন।

সুনীল বাবু নয় এখানে ..

ভাবতে ভাবতে আমি পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে রাস্তার বালির ওপর লিখলাম সুনীল - সুশীল।

আমি অন্যমনস্কের মত ভাবতে ভাবতে দুদিকের 'সু' মুছে দিলাম। দুদিকের 'ল' মুছে দিলাম। দুদিকের 'ী' দিলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম। শ ইকুয়াল টু ন হয় না।

দেখতে দেখতে চারদিকের দোকানপাট পটাপট্ করে খুলে গেল। নানারকম লাল নীল সবুজ নিওনের আলো জ্বলে উঠল। লাল নীল সবুজ পেনসিল খাতা পেন সাজানো-দোকানগুলো ছেলেমেয়েতে ভরতি হয়ে গেল। নানা রকম ফুল পাতা ফুলপরী প্রজাপতি ডিজাইনের লজেন্স চকোলেটের দোকানগুলো হলুদ কমলা চানাচুরের দোকানগুলো যুবক যুবতীতে জমে গেল। চশমার দোকানে দাঁতের দোকানে প্রৌঢ় বুড়োর ভিড় জমে গেল। টাক মাথায় কেউ টুপি কিনতে এসে ফুলেল তেল আর চিরুনি কিনে নিয়ে গেল। কোন দোকানদার পুরনো সাইন বোর্ড উল্টো করে লাগাল। ঘড়ির দোকানের দোকানদার সকালবেলা যার একটুও গোঁফ দাড়ি ছিল না সন্ধ্যে বেলা একমুখ সুদীর্ঘ গোঁফ দাড়ি নিয়ে বসল টুল পেতে। রেডিওর দোকান ঘুম ভেঙে জেগে উঠে তারস্বরে চিৎকার করে টুইস্ট নাচতে লেগে গেল পথের মাঝখানে এসে। গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। তার পথ বন্ধ হয়ে গেছে বলে গাড়ির ধমক বিচ্ছিরি পেট্রোলের গন্ধের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে লাগল। ড্রাইং ক্লীনিং-এর

দোকান থেকে টুল এনে একদল লোক ও তাদেব ছায়ারা কেউ বেঞ্চের ওপর কেউ বেঞ্চের তলায় বসে পড়ে কেউ কাগজেব ওপর ঝুঁকে পড়ে কেউ কাগজের ছায়ার ওপর ঝুঁকে পড়ে অনর্থক স্ট্যাচু বনে গেল।

কেউ কেউ একটা দোকান খুঁজে দোকানের দর্পণে দোমড়ানো মুচড়ানো চিমড়ানো চুপসানো কম্পিত আলোবিত চেহাবা দেখ তারপব গাছ খুঁজতে লাগল। দোকানের সামনে কোন গাছ পেয়ে গাছের গায়ে ঝুলানো দড়ি কিংবা মবা সাপটাপ পেয়ে আগুন কিংবা বিষ টিপ মুখে দিয়ে এদিক সেদিক ওদিক চৌদিক হেলতে দুলতে লাগল।

কোন একটা দোকানে নানা সাইজেব রঙ বেরঙের নানা ডিজাইনেব নানা সাইজের নানা রকম রমণী মুখের পত্রিকায় ছেয়ে যেতেই লম্বা বেঁটে মোটা দীর্ঘ বক্র সরু ভদ্রলোকদের দেখা গেল। এক পেয়ে দুপেয়ে চাব পেয়ে এক হেতে দুহেতে চারহেতে এক চোখো দু চোখো চার চোখো এক মস্তক বিশিষ্ট দুই মস্তক বিশিষ্ট ও অসংখ্য মস্তক বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের প্রতি পত্রিকায় পত্রিকার মলাটে সূচীপত্রে মলাটের ছবিতে ছবির রঙিন ঠোঁটে চোখে প্রতিটি পাতায়, পাতাব লাইনে, লাইনের অক্ষরে, অক্ষরের ছায়ায বুঁদ হয়ে থাকতে দেখলাম। (আত্মহারা পথিকরে মোর পন্থাহাবা পান্থ) তারা সব হুমড়ি খেয়ে এমন ভাবে পড়ে রইল—এমন ভাবে—যা শ্যামাপোকার ব্যাটল্ ফিল্ড্। বাতাসের গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে গেল। গন্ধের ভেতরের শব্দটা বর্ণেব মধ্য দিযে দৃশ্য হয়ে উঠতেই আমার কাছে সেটা একটা স্বাদ এনে দিল। আকাশের স্বাদ চাবদিকে ছড়িযে পড়তেই স্বাদের ভেতব থেকে বর্ণ খসে বেবিযে এসে দৃশ্যে পরিণত হয়ে শব্দে রূপান্তবিত হযে স্পর্শ হয়ে গেল। অন্ধকাবেব স্পর্শে স্পর্শে অনাস্বাদিত স্বাদ হযে গিযেছিল। সেই স্বাদ বর্ণে ফিবে এসে শব্দেব ভেতর দিয়ে দৃশ্যে পবিবর্তিত হয়ে মিলিয়ে গেল।

পটাপট দোকান বন্ধ হয়ে গেল। আলো নিবে গেল। লোকগুলো বালক বালিকা যুবক যুবতী প্রৌঢা প্রৌঢ বৃদ্ধ বৃদ্ধা অদৃশ্য হযে গেল। চারদিক নির্জন হয়ে গেল। চারদিক নিঃশব্দ হয়ে গেল। চারিদিক দৃশ্যহীন হয়ে গেল। চারদিক নিস্পন্দ হয়ে গেল। চারদিক নিঃকম্প হয়ে গেল। চারদিক নিরালোড়িত হয়ে গেল। চারদিক নির্নিমেষ হয়ে গেল। চারদিক……

আমি যেন কাকে খুঁজছিলাম। এই বাড়িটায় আমি যেন কাকে ডাক-

ছিলাম। কি যেন নাম? (আমি মাথা চুলকে চুলকে…চুলের গোড়ায় রোমকূপ ঘেঁটে ঘেঁটে নামটা মনে পড়ল—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়ল। ঠিক ঠিক মনে মনে পড়ল।) সুশীলবাবু। আমারই ভুল হয়েছিল আগে। সুনীলবাবু নয়।

আমি দোতলার বারান্দায় দাঁড়ানো ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম, সুশীলবাবু বাড়ি আছেন?

হয়ত আকাশটা মেঘ ভারাক্রান্ত ছিল। আর তাই ভদ্রমহিলা তাঁর বিভিন্ন আকৃতির ঘরের জানালা বাঁধতে বাঁধতে হঠাৎ দোতলার বারান্দায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। হুমড়ি খেয়ে পড়বার সময় এক ঝলক রক্ত মুখে এলো। নাকে মুখে চোখে। যেন রক্ত পড়তে লাগল টুপ্‌টুপ্‌ করে। আর রক্তের বৃষ্টি-সম্ভাবনা দেখে আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলুম। আমার পাঞ্জাবির গায়ে ভদ্রমহিলার রক্তের ছোপ ছোপ দাগ যাতে না লাগে আমি তার জন্যে সচেষ্ট হলুম। সরে দাঁড়ালুম। আমি একটা অদ্ভুত বীভৎস মুখ কল্পনা করতে লাগলুম।

কি নাম বললেন? জাতিস্মরের মত ভেসে এলো প্রশ্নটা কারো কণ্ঠস্বরে। কম্বুকণ্ঠ। সমুদ্রের তলাকার প্রাণিজ ভাস্কর্যের স্মৃতির মত বিলীয়মান কণ্ঠস্বর। আমি ওপরে তাকালাম তিনতলা নয় পাঁচতলা নয় আটতলা নয় বাইশ তলার বারান্দা থেকে ভদ্রমহিলা……

আমি চিৎকার করে বললাম, সুশীলবাবু বাড়ি আছেন? আমি নিতান্ত ভিখারির মত চিৎকার করলাম। ভিখারির মত হাত নেড়ে ভিক্ষা চাইলাম যেন আর একবার, সুশীলবাবুকে পেতে পারি।

আমি ওপরে তাকিয়েছিলাম অনেকক্ষণ। ভদ্রমহিলাকে ছোট্ট পুতুলের মত দেখাচ্ছিল। তাঁর ঠোঁট নড়ার অপেক্ষায়। তিনি চুল খুলছিলেন। কি যেন খসে পড়ল। আমি বুঝতে পারছিলাম না। আমি আবার ওপরে তাকালাম। কি যেন মুখে নামছিল। তাড়াতাড়ি করে মুখ নামাতেই মাথা দিয়ে কি যেন গলিয়ে গলায় ঝুলতে লাগল। মালা। শুকনো বেলি ফুলের মালা। খোঁপার মালা। আমি হাত দিয়ে খুলে ফেলতে গিয়ে খোঁপার একটা স্টিলের কাঁটা কাঁধের ওপর বিঁধল। আমি যন্ত্রণায় কাৎরে উঠে বাঁ হাতে দক্ষিণ কাঁধ থেকে কাঁটা খুলে ফেলতে গিয়ে দেখলাম রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে।

আমি মাথা তুললাম। বাইশ তলা নয়। আটাশ তলা নয়। চল্লিশ তলা

নয়। কোন এক অদৃশ্য তলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই ভদ্রমহিলা। আমি মাথা তুলে দেখতে লাগলাম। আরেকটু তুলে আরো দেখতে লাগলাম। আরো একটু তুলে কোন্ তলার বাবান্দায় ? কোনখানে ? কোথায—কোথায় কোথায় কোথায় কোথায়—কোথা কোথা কোথা কোথা…

এ বাড়িতে সুশীলবাবু বলে কেউ থাকেন না। সুনীলবাবু থাকেন।

সেই অদৃশ্য তলা থেকে সেই ভদ্রমহিলা জানালেন। আর আমি তাঁকে দেখতে গিয়ে মাথা উঁচাতে উঁচাতে উঁচাতে পেছনে চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। ভদ্রমহিলাকে দেখলাম বাড়িটার নিচতলাব জানালা দিয়ে সামনের দেয়ালের গায়ে আইভরি ফ্রেমে বাঁধা জলস্বচ্ছ কাচেব ওপব ছায়ায় রূপায়িত হয়ে স্থিব বাঁকা মৃদু হাসি হাসতে।

ঘড়ি

তখন রোদ ছিল। রোদের রঙ আর উত্তাপ গায়ে মেখে আমি যাচ্ছিলাম। যেতে যেতে এক ভদ্রমহিলাকে দেখতে পেলুম। তাঁর মাথার ছাতার রঙটা ভারি স্নিগ্ধ। আমি অনেকদূর থেকে সেই ছাতার দিকে তাকিয়ে থাকতে হঠাৎ মনে হল শাড়ির রঙটাও এমন চড়া রোদের পক্ষে দৃষ্টি-মনোরম গাঢ় নীল। আমি তাঁর শাড়ির দিকে তাকিয়ে থেকে রোদের জ্বালা এড়িয়ে শাড়ির নীল কোমল স্নেহ অনুভব করতে লাগলাম। তারপর ভদ্রমহিলা কাছে আসতেই তাঁর শাড়ি ছেড়ে কণ্ঠতল বা বাহুর দিকে তাকাতেই······রোদের চেয়ে কড়া তীব্র চোখ ধাঁধাঁনো বলে আমি চোখ ফিরিয়ে আবার শাড়ির দিকে তারপর ছাতার দিকে তারপর তাঁর ছায়ার দিকে তাকিয়ে হাঁটতে লাগলুম।

ভদ্রমহিলার এক হাতে ছাতা ছিল। আব হাতে কালো ব্যাগ ছিল। পায়ে হিলওয়ালা জুতো ছিল। চোখদুটোতে স্নিগ্ধ গগল্‌স্‌ ছিল। ঠোঁটে তাকাতেই এই রোদের উত্তাপ মাখা চোখে রঙটা বড় লাগল—আমি আবার চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

কাছে আসতে ভদ্রমহিলার হাতে ছোট্ট কাল্লো সরু ফিতের ছোট্ট ঘড়ি দেখলাম। ঘড়ি দেখে আমার মনে পড়ল সময়ের কথা। আমি ওঁর ছাতা শাড়ি কণ্ঠতল বা বাহু, কালো ব্যাগ, সাদা জুতো, গগল্‌স্‌, ঠোঁটের রঙ সব ভুলে গেলাম। ঘড়িটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে অনুভব করলাম আমার ঘড়ি নেই। কিন্তু এখন কটা বাজে জানা দরকার। কারণ সময় আমার অনেক নষ্ট হয়েছে। এখন সময় কত জানতে পারলে কিছুটা সময় হাতে রাখতে পারব। এক্‌স্‌কিউজ মি। এখন কটা বাজে?

এখন? বলে ভদ্রমহিলা থামলেন। তাঁর একহাতে ব্যাগ থাকায় ছাতাটা আরেকহাতে নিয়ে কি ভাবে ছাতাটা বন্ধ করবেন ভাবতে লাগলেন। তারপর ব্যাগটা বগলের তলায় নিয়ে ছাতাটা বন্ধ করতে লাগলেন। বন্ধ করতে গিয়ে কিসে আটকাল। গগল্‌সের নিচে উজ্জল বাদামির ওপর বিরক্তির ভাঁজগুলো সুন্দর ভাবে ফুটে উঠল। এই ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রে দৃষ্টিসহ বলে মনে হল।

কটা বাজে ?

বলছি। ভদ্রমহিলা ছাতাটা বন্ধ করেছেন। বন্ধ করে বগলের তলা থেকে ব্যাগটা হাতে নিলেন। তখন তার একহাতের একখানা সোনার চুড়ি নিটোল হাতের ওপর থেকে হাতের কব্জির কাছে ঘুরতে ঘুরতে নামতে দেখলাম। আর সেই ঘুরতে ঘুরতে নেমে যাওয়াটাকে ঝট করে থামিয়ে দিতে ইচ্ছে কবছিল। কিন্তু হঠাৎ তাব ছাতাটা সশব্দে রাস্তায় পড়ে যাওয়াতে ভদ্রমহিলা আর আমি অপ্রস্তুত। আমি নিচু হয়ে ছাতাটা তুলতে গিয়ে সাদাজুতো আর বাদামি পাযের পাতার মাঝখানে ছোট্ট সরু ছায়া চোখে খানিক পড়ে সরে গেল।

ধন্যবাদ। উনি ছাতাটা নিলেন।

কটা বাজে ?

বলছি। উনি ব্যাগটা খুললেন। গগল্‌স্‌ খুললেন। আমি দেখলাম ওর চোখ দুটো। চোখ দুটো বাঙালী মেয়ের মত কালো। উনি গগল্‌স্‌টা ব্যাগে বাখলেন। পাঞ্জাবী মেযের মত সুর্মা টেনে টানা টানা। কন্‌ভেন্টের ইংরাজী উচ্চারণের মত তীব্র। উনি ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে কি যেন সরালেন। গগল্‌স্‌ খোলার পর তার চোখ দুটো খাঁচা-ছাড়া পাখির মত উড়তে লাগল। ঝিলিক মেরে বার দুই আমার চোখে তাকালো।

আমার চোখে তাকিয়ে আপনার সময় জানতে পাবেন না। ভদ্রমহিলা বললেন। আমি চোখ নামালাম। ওঁর হাতে তাকালাম। হাতে কালো সরু ফিতে বাঁধা ছোট্ট ঘড়িটার দিকে তাকালাম। সতৃষ্ণ নয়নে।

—হাতেই তো আপনার ঘড়িটা। কটা বেজেছে বলে দিন না।

দাঁড়ান চশমাটা বার করতে দিন।

ও। আবার ওঁর চোখে তাকালাম। চোখের মণিতে অন্ধকার। কিন্তু আসলে সেখানে রোদমাখা মুখ দেখতে পেলাম। ভদ্রমহিলা আরেক ঝিলিক আমার দিকে তাকিয়ে আবার ব্যাগের দিকে তাকিয়ে হাত ঢুকিয়ে চশমা খুঁজতে লাগলেন। বললেন, আমার মুখ দেখে আমার বয়স বুঝতে পারবেন না।.আমার একধরণের স্বাভাবিক লজ্জা একটা পুরুষ মনের মধ্যে ছিল বলে আমি অবাক হতে লাগলাম। এবং স্নায়ুকে আশ্বস্ত করতে পারছিলাম না বলে ওর চোখ থেকে ঠোঁট এবং ঠোঁট থেকে ঘা ঘেঁষে নিচে ওর ব্যাগের দিকে

ডাকাডাকি।

পেলেন চশমাটা।

উনি ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলেন। তখন তার গাল বেয়ে ঘাম ঝরছিল। বাদামি গাল বেয়ে গড়ানো ঘামের শিশির আমার আঙুলে ঠেকিয়ে নিতে ইচ্ছে করছিল। এ ধরণের ইচ্ছে আমার কপালের কাছে শিরাটাকে দপ্‌ দপ্‌ করে নাড়াতে লাগল।

রুমালটা রেখে দিয়ে হঠাৎ তাঁর ব্যাগ থেকে কি একটা কৌটো তুলতে গিয়ে একটা ছোট্ট আয়না মাটিতে পড়ে গেল। পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ইস্‌ বলে উনি একটা ছোট্ট অস্ফুট শব্দ অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে করলেন। কাচের টুকরোগুলোর কোনো কোনোটা উল্টে গিয়ে উল্টো পিঠের লালরঙটা বিপদসূচক নিশানার মত অনর্থক স্থির থাকতে দেখলাম। আমি টুকরো আয়নাগুলোর দিকে তাকিয়ে আমার অজস্র মুখ দেখতে পেলাম। ভদ্র-মহিলারও অজস্র মুখ দেখতে পেলাম। এবং এক সঙ্গে অজস্র মুখ ছড়িয়ে পড়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

কি হল। আপনার চশমাটা পেলেন না?

ছাতাটাকে হাতে ঝুলিয়ে বুকের কাছে ব্যাগটা চেপে মাথা নিচু করে ভদ্রমহিলা আতিপাতি খুঁজতে লাগলেন।

চশমাটা কি ফেলে এলুম?

ফেলে এসেছেন?

মনে হচ্ছে টেবিলের ওপর রেখে এসেছি।

আচ্ছা থাকগে, আপনি হাতটা আমার সামনে ধরুন, আমি ঘড়িটা দেখে চলে যাই।

ভদ্রমহিলা আমার মুখের দিকে তাকালেন। তাঁর তাকানোর অর্থ কেমন যেন মনে হল। কেমন যেন। কালো চোখ দুটো নীল হয়ে যাচ্ছে। সাদা কণিকার মধ্যে একটু একটু রঙের প্রলেপ লাগছে। তারপর সাবানের ফেনা-বলের মত বিচিত্র রঙে রঙিন হয়ে উঠছে। ফেটে পড়তে চাইছে কিন্তু তার আগেই উনি চোখ বুজে মাথা নিচু করলেন। নগ্ন বাদামি হাতটাকে উল্টে দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালেন। তারপর একটু একটু করে হাতটা আমার দিকে এগিয়ে দিতে লাগলেন। তাঁর হাতটা কাঁপতে লাগল। কেন কাঁপতে

লাগল বুঝতে পারলাম না। যতই এগিয়ে আসতে লাগল ততই কাঁপতে লাগল।

হাত কাঁপছে কেন। সোজা করে ধরুন।

ভদ্রমহিলা হাতটাকে সোজা করে ধরতে চেষ্টা করলেন। তার হাত আরো কাঁপতে লাগল। উনি কাঁপুনি থামাবার খুব চেষ্টা করলেন। তার গাল থেকে গলা বেয়ে বুক ঘাড ও পিঠের ওপর দিয়ে ঘামের স্রোত আর সূর্যের আলো ঠিকরোতে লাগল।

আমি মাথা নিচু করে ঘড়িটা দেখতে চেষ্টা করলুম। হাতটাকে ইচ্ছে করছিল হাত দিয়ে ধরে থামাই এবং ভালো করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঘড়িটা দেখি। ইচ্ছেটা হঠাৎ আমার স্নায়ুর মধ্যে কিসের একটা তীব্র উত্তেজনায় ঝিম ঝিম করে উঠতেই ভদ্রমহিলা বললেন, ঘড়িটা এত ছোট! ছোট হলেও কিছু আসে যায় না। চোখের কাছে আসুন ঠিক দেখতে পাব।

ভদ্রমহিলা দুপা এগিয়ে এলেন। আমি আরো মাথা নিচু করলাম।

ঘড়িটা ভীষণ ছোট। আমি মাথা তুলে নিলাম। হাতটা নামিয়ে নিয়ে উনি খিল খিল করে হেসে উঠলেন—বললাম না ভীষণ ছোট। সময় বোঝা অত সোজা নয়।

দাঁড়ান আমার চশমাটা বার করি। আমি বললাম। আমি প্যান্টের ডান পকেটে হাত দিলাম। চশমার বদলে দূরবীণটা চোখে লাগালাম। দেখি হাতটা।

উনি বোধহয় আবার হাত তুলে ধরলেন। কারণ দেখলাম একটা বাদামি বিশাল হাত অনেক যোজন দূর এগিয়ে এসে আমার দিকে হাত বাড়াচ্ছে। কি যেন কেড়ে নিয়ে যেতে চাইছে—আমার বড় ভয় হল। আমি ঝট করে দূরবীণ চোখ থেকে নামিয়ে ফেললাম। দেখলাম চারদিকে অন্ধকার। ভীষণ অন্ধকার রোদ নেই। আলো নেই। ভদ্রমহিলা ছায়ার মত নীরব স্তব্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। তার ঘড়িবাঁধা নগ্ন নির্জন নিটোল নীলাভ হাত আমার দিকে এগিয়ে আছে। আমি ডান পকেটে দূরবীণ রেখে দিয়ে বাঁ পকেটে হাত দিলাম। চশমা নয় একটা টর্চ বেরিয়ে এলো।

আমি টর্চটা ডান হাতে নিলাম। আর বাঁ হাতে অনেক ইতস্তত করে অন্ধকার থেকে ভদ্রমহিলার ঘড়ি বাঁধা হাতটা টেনে নিলাম।

তারপর আস্তে কাছে টেনে আনলাম—আমার চোখের কাছে। তারপর টর্চ ফেললাম হাতের ঘড়িটার ওপর।

ভালো করে ঘড়িটা দেখতে লাগলাম। ঘড়িটার মধ্যে কোন অঙ্ক বা চিহ্ন দেখতে পেলাম না। টর্চটাকে আরো জোরে টিপলাম। কিন্তু একইভাবে তাঁর হাতের ওপর আলো পড়তে লাগল।

দেখলাম ছোট্ট ঘড়ির ভেতর দুটো কাঁটা কিংবা দুটো আলোর সরলরেখা সমকোণে নত। কিন্তু সমকোণটা তার কৌণিব বিন্দুকে কেন্দ্র করে ক্রমে ক্রমে ঘুরে যাচ্ছে। সময়টা বুঝতে পারলাম না।

দেখলাম সমকোণে ঘুরে যেতে যেতে একটা ছোট্ট কালো মণির মত লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলাম ভদ্রমহিলার নরম শীতল সাদা হাতে একটা চোখ বাঁধা। সেই চোখটায় আমার মুখের ছায়া পড়তে দেখে সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলার মুখে—চোখের ওপর টর্চের আলো ফেললাম।

দেখলাম অন্যহাতে উনি চোখ ঢেকে রেখেছেন।

নিষেধ

এতে যে অপরাধ হয় সে কথা আমাকে কেউ বলে দেয়নি। বলে দেয়নি বলে তাকিয়েছি। তাকানোর জন্যে সে খুব বিরক্ত হল। বুঝলুম সে খুব রাগ করেছে। কারণ কপালটা কুঁচকে উঠেছিল। ভুরুটা বেঁকে যাচ্ছিল কুঁকড়ে যাচ্ছিল। ভেঙে যাচ্ছিল। কুঁচকে উঠছিল। কপাল ভুরুর পরে চোখটা চোখের মণিটা ছোট হয়ে যাচ্ছিল। আরো ছোট হয়ে যাচ্ছিল। সেরকম সেরকম হলে রাগ বোঝায় এটা আমি বেশ বুঝতে পারি। আমার সেরকম বুঝবার বয়স আছে। সেরকম বয়স থাকার জন্যে কপালের কি যেন দপ্‌দপ্‌ করছে। চোখের পাতা সঙ্কোচ করছে। চোখের ভেতরটা জ্বলে জ্বলে উঠছে।

কিন্তু রাগ করতে করতে তার শেষ পর্যন্ত কি হয় কেমন হয় দেখবার জন্যে আমি তাকানো বন্ধ করিনি। তাকিয়ে আছি। দেখছি। চিবুক লাল হয়ে উঠছে। নড়ে উঠছে। নড়ছে। ভেতরের দাঁত-কপাটি নড়ছে বলে। চোখ দুটো বড় হচ্ছে। বিস্ফারিত হচ্ছে। ঝট করে মাথা ঘুরিয়ে নিল। তখন তার কাঁধের ওপর থেকে ছোট আলগা চুলগুলো পিঠ থেকে বুকের ওপর পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে বেশ কালো দেখাতে লাগল। কালো দেখিয়ে অদ্ভুত অস্পষ্ট কালো হাত—। চোখের ভুল—। একটা কালো হাত—। হাত পাঞ্জা। কালো দস্তানা পরা—। হাত পাঞ্জা—হাত পাঞ্জার ছায়া। নরম আলতো করে বুকের সেই উঁচু উঁচু গোলমতন দুটো স্তনের একটাতে—। বেশ আলতো করে ছায়াটা ছায়ার মতো— আমার কিছু দেখবার আগে আমার চোখ ঢেকে গেল। অস্পষ্ট কিছু একটায় ঢেকে যেতে

একটা মস্তবড় হাত, বেশ বড় রোমশ—। একটা যুবকের হাত আমার কলার চেপে ধরল। ওর গায়ে বেশ জোর। কারণ আমার জামাটা ছিঁড়ছিল। জামাটা তিনবার লণ্ড্রিতে দেওয়া নতুন। এখনো দোকানের ট্রেডমার্ক। বোতাম একটা খোলাছিল। কারণ চওড়া বুকটা—বুকের

গালের ওপর ভীষণ—বাড়িটা···জানালাটা···সাইনবোর্ডটা···কাকটা, বাঁশটা···গাছটা···রাস্তাটা···ট্রামলাইনটা নড়তে লাগলো। ভীষণ ভাবে নড়তে লাগল। দুলতে লাগল। দুলতে দুলতে পড়ে যেতাম—আমার কলারে টান

লাগছে—যুবকটি—কলারের ফাঁস—ঝুলছি—মাথাটা ঝাকুনি খেল। কানটা ভীষণ গরম লাগছিল—সে সময় ভীষণ জোরে ডানদিকে—কানের ভেতরে একটা প্রচণ্ড শব্দ। কানে শুনতে পাচ্ছি না। চোখে দেখতে পাচ্ছি না।

আমি হাত দিয়ে নাক মুছে নিলাম। নাক মুছে নিতে নিতে হাতের ওপর তুলির মত টানা লাল দাগগুলো দেখতে দেখতে আলোর সামনে তুলে ধরে দেখতে দেখতে বড় হাসি পেল। কেন হাসি পেল। হাসবার তো কথা নয়। আড় চোখে তার দিকে তাকাতে পারতাম। কিন্তু সেদিকে তাকাতে আমার বেশ দুঃখ হয়। কেন দুঃখ হয়—দুঃখ পাবার কারণ? আমার হাসি পাবার কথা নয়। আমার দুঃখ পাবার কথা নয়।

তাকালে কি দোষ হয়। আমি যুবকটিকে বললাম। আমি তো গাছের দিকেও তাকাই।

গাছ মানে।

গাছ মানে গাছ। মানে অনেক রকমের গাছ। দেখতে অনেক রকমের। একটা একটা অনেকক্ষণ ধরে দেখলে বোঝা যায়—আলাদা ব্যাপার। এর ডাল এরকম। ওর ডাল সে রকম। আবেকটার ডাল আরেকরকম। এর পাতা ওর পাতা আরেকটার পাতা হরেক রকম। এর ভঙ্গি ওর ভঙ্গি প্রত্যেকটির ভঙ্গি—কারুর সঙ্গে কারুর মেলে না। আমি খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি। সে দেখার সময় আমি কোন বাধা পাইনি। খুব ভালো ভাবে খুশি খুশি মনে দেখতে পেরেছি। এক দৃষ্টে তন্ময় হয়ে, বিভোর হয়ে তাকিয়ে থেকেছি—ওতে আমার অপরাধ হয় নি। কোন দোষ হয় নি।

আমি গাছের ওপর পাখির দিকে তাকিয়েছি
বেড়ালের দিকে তাকিয়ে থেকেছি।
শিশুদের দিকে তাকিয়ে থেকেছি। অনেকক্ষণ।

তখন আমার মনে হয়নি এতে কোন অপরাধ হয়। এতে যে অপরাধ হয়—হয়ত হয়—কিন্তু সেকথা আমাকে কেউ বলে দেয় নি। জন্মের পর অন্ততঃ আমার মায়ের বলে দেওয়া উচিত ছিল। আমি মায়ের মুখে অনেক তাকিয়েছি। মা বাধা দেয় নি। কিন্তু মায়ের উচিত ছিল। কারণ মা আমার জন্মের পর থেকে আমাকে অনেক বিষয়ে বারণ করেছে। দুপুরের রোদে ছাদে ঘুড়ি ওড়ানো বারণ করেছিল। মিথ্যে কথা বলতে বারণ করেছিল

কারণ পড়াশুনোর ব্যাপারে ছোট কাকুকে অনেক মিথ্যে কথা বলতাম। চুরি করতে বারণ করেছিল কারণ তখন আমার চুরি করার অভ্যেস ছিল। বদ-ছেলের সঙ্গে মিশতে বারণ করেছিল কারণ বদছেলের সঙ্গে মিশলে আমার বদ হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। কারণ চন্দন গাছের সঙ্গে অন্য গাছ জন্মালে সেই গাছের গন্ধও চন্দন গাছের

আমার কোন এক বন্ধু ছিল নাম যার চন্দন। আমি চন্দনের সঙ্গেই মিশতুম। ক্লাসে সে পড়া পারত না, কান ধরে বেঞ্চের ওপর দাঁড়াত বলে—আমার কখনো কখনো মনে হত ও বদ্‌ছেলে। কিন্তু সত্যি সত্যি বদ্‌ছেলে নয়। মাকে এ বিষয়ে অনেক বুঝিয়েছিলুম। তারপর কলেজ পড়বার সময় আমার ওপর প্রক্সির ভার দিয়ে গঙ্গার পারে চলে যেতে কার কার সঙ্গে প্রেম করবে বলে। সে যে কিছু মাত্র বদ্‌ছেলে ছিল না একথা আমি প্রফেসরদের বোঝাতাম। কলেজ থেকে বেরিয়ে ওকে ভীষণ বিশ্রীভাবে বিয়ে থা করতে হল—সেটা আমি জানতাম—কারণ চাকরি ছিল না—আর ওর বৌ বিয়ে হওয়ার আগেই ছেলে হওয়ার মতন অবস্থা পেয়ে বেশ মুস্কিলে পড়েছিল। সে মুস্কিলের কথা মাকে বলিনি। প্রয়োজন মনে করিনি। কারণ মা বারণ করে-ছিল যে আমি যেন

মানে সেই চন্দন গাছের সঙ্গে যদি কোন গাছ

মানে আমি আমার বন্ধু চন্দনের সংস্পর্শে থেকে ঠিক কিছুটা চন্দনের গন্ধ গায়ে নিয়ে মানে ঠিক বলতে গেলে বড় সন্দেহ হচ্ছিল আমি কিছুটা চন্দনের মত নিজের হাত পা মুখ বুক পেট হাঁটা হাসা কথা বলা শুনতে পারা দেখতে পারা বুঝতে পারা দাঁড়ানো বসা ঘুমানো স্বপ্ন দেখা কি ভাবে কি যেন আর কি কি যেন কি ভাবে কি হয়ে যেতে যেতে—আমি কি চন্দনের মতই হয়ে যাচ্ছি। তাহলে সত্যি সত্যি কেউ কারুর মতন হয়ে যায়। —হয়ে যেতে পারে?—সবাই যদি এরকম না হয়। সবাই ভিন্ন ভিন্ন রকমের হলে—তখন গাছটা চোখে পড়ল। ওই গাছটার মত (তখন অন্য গাছ চোখে পড়ল) সেই গাছটার মত নয়। এরপর থেকে গাছ পর্যবেক্ষণ করে—পাখি পাখির পর বেড়াল বেড়ালের পর শিশু—শিশুর পর

সে তখন অনেক দূরে গেছে। যুবকটি তার সঙ্গে সঙ্গে গেছে। সে এক-বারও ফিরে তাকায় নি। যুবকটিও ফিরে তাকায় নি। সে যাচ্ছে। আমি

এবার তার দিকে—তার পিঠের দিকে—পিঠের মসৃন দিকে, তাকাতে বিশেষ ভাবে তাকাতে, কোন অসুবিধা বোধ করছিনা। কিছু মাত্র বাধা পাচ্ছি না, কোন অপরাধও মনে হচ্ছে না, অস্বস্তি বোধ করছি না। কেন না তার পিঠে কোন চোখ নেই। যদিও চোখের দিকে তাকানো—একদৃষ্টে তাকানো দরকার। কারণ চোখ একরকমের হয় না। অথচ চোখের দিকে তাকানো যায় না। কেন না চোখের মধ্যে অনেক নিষেধ অনেক অপরাধ—এত নিষেধ আর এত অপরাধ···।

তার চেয়ে তার পেছনে পিঠে—ঘাড়ে চুলে কাঁধে হাতের বাহুতে কোমরে নিতম্বে পায়ে গোড়ালিতে

আমি এগিয়ে চললাম। পিছু পিছু দেখতে দেখতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চললাম

হঠাৎ তার পিঠের ওপর চোখ ফুটে উঠল। চোখ। চোখে নিষেধ। চুলের ভেতর থেকে চোখ।—চোখে নিষেধ। নিষেধের মধ্যে অপরাধ। অপরাধের মধ্যে পাপ। পাপের মধ্যে···কাঁধে চোখ। হাতের বাহুতে শুধু চোখ। কোমরে নিতম্বে চোখের পর চোখ। পায়ে সারা পায়ে গোড়ালিতে যেখানে তাকাচ্ছি খালি চোখ। আমি চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছি না। আমার চোখ এক চোখ থেকে আরেক চোখে ছিট্‌কে ছিট্‌কে যাচ্ছে। এক দৃষ্টিতে চোখ গুলির দিকে তাকাতে তাকাতে···।

তখন রাশি রাশি চোখ নিয়ে আবার সেই যুবকের শরীরটা আমাকে ঢেকে দিতে লাগল। রাশি রাশি চোখের হাতটা দিয়ে আমার গলা চেপে আমাকে প্রায় শুইয়ে দিয়ে জাপটে ধরে রাখল। তখন সে এলো। এসে সারা দেহে রাশি রাশি চোখ নিয়ে আমার সামনে দাঁড়াল। চোখ ভরা হাত তুলল। কয়েকটা চোখে ঠাসা দুটো আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমার চোখ অন্ধ করে দিল।

দরজাবন্ধ

কিছু একটা ফেলে এসেছে মনে করে সে ফিরল। দরজার সামনে দাঁড়াল। দরজায় টুকটুক শব্দ করল। তারপর আবার দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দরজার আকৃতি দেখল। চারকোণা আকৃতি। আয়তক্ষেত্র। মাঝখানে বর্গক্ষেত্র। বর্গক্ষেত্রে বৃত্ত। বৃত্তে বিন্দু। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অসংখ্য বিন্দু দেখতে লাগল। বিন্দুর রঙ সবুজ। অসংখ্য সবুজ। বৃত্তটা সবুজ। অসংখ্য বৃত্ত। বর্গক্ষেত্র সবুজ। অসংখ্য বর্গক্ষেত্র। আয়তক্ষেত্র সবুজ। দরজাটা সবুজ। দেয়ালটা সাদা। দেয়ালের ভেতর ইট। ইটের রঙ লাল। রক্তের রঙ লাল। রক্ত মাখা ইট। রক্তের ইট। ইটের ভেতর চাপাচাপা রক্ত। রক্তের ওপর সাদা আস্তর। চুনের রঙ সাদা। সারা দেয়ালে চুন। দেয়ালের রঙ সাদা। সারা বাড়িটা দেয়ালের। বাড়িটার রঙ সাদা। বাড়ির ওপর আকাশ। আকাশের রঙ নীল। আকাশের পর গাছ। গাছের রঙ সবুজ। গাছের পর দালান। দালানের পর দালান। দালানগুলোতে ছাদ। ছাদের নিচে কার্নিস। কার্নিসে পায়রা। জোড়া পায়রা বসে আছে। পায়রার রঙ সাদা। কার্নিসের নিচে ঝুল বারান্দা। ঝুল বারান্দায় দুজন ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুজনের রঙ সাদা। দুজনের পেছনে জানালার পরদা। পরদার রঙ গোলাবি। জানালার পরেই দেয়াল। দেয়ালের রঙ সাদা। দেয়ালের পরেই দরজা। দরজার রঙ সবুজ। সবুজ আয়তক্ষেত্র। আয়তক্ষেত্রে বর্গ। সবুজ বর্গক্ষেত্র। বর্গক্ষেত্রে বৃত্ত। অসংখ্য সবুজ বৃত্ত। বৃত্তে অসংখ্য বিন্দু। অসংখ্য সবুজ বিন্দু। বিন্দুতে একটা আঙুল রাখা যায়। আঙুল রেখে শব্দ করা যায়। সে আবার দরজায় টুক্ টুক্ শব্দ করল।

শব্দ করার সময় শব্দটা শুনল। শব্দ করার পরেও শব্দটা শুনল। শব্দটা শোনার পর বাতাসের শব্দ হল। শুনল। একটা কাগজ ওড়ার শব্দ। বারান্দায়। বারান্দাটা লাল। কাগজটা নীল তিনকোণা। তিনকোণা নয় ট্রপেজিয়াম। ট্রপেজিয়াম মানে দুদিক সমান্তরাল। মানে ট্রেন লাইন। ট্রেন লাইনে গোরু কাটা পড়ে। গোরু ট্রেন দেখতে পায় না। গোরুর চোখ আছে। চোখ দুটো শান্ত। ভেজা ভেজা। মায়ের চোখ। মায়ের চোখ শান্ত।

ভেজা ভেজা। মেয়েদের চোখ শান্ত। ভেজা ভেজা। কোনও কোনও মেয়ের চোখ টানা টানা। কারুর চোখে কাজল দিয়ে টানা। সুর্মা দিয়ে টানা। সুর্মার রঙ কালো। কালো নয় নীল। নীল মানে ঘন নীল। ঘন নীল কালো চোখ। ঘন 'নীল কালো চোখ মেয়েদের হয়। ভেজা ভেজা শান্ত চোখ মায়েদের হয়। ভেজা ভেজা শান্ত চোখ গোরুদের হয়। গোরুদের চোখ আছে। গোরুরা দেখতে পায় না। গোরুরা ট্রেন দেখতে পায় না। ট্রেন লাইনে গোরু কাটা পড়ে। ট্রেন লাইন সমান্তরাল। সমান্তরাল ট্রপেজিয়ামে আছে। ট্রপেজিয়াম তিনকোণা। তিনকোণা নয়। ত্রিভুজ তিনকোণা। বারান্দাটা তিনকোণা। বারান্দার রঙ লাল। তার ওপর কাগজ পড়ে আছে। কাগজের রঙ নীল। কাগজটা বাতাসে উড়ছে। খস্ খস্ শব্দ। সে শব্দটা শুনল। সে আবার দরজায় শব্দ করল।

সে কড়া নেড়ে শব্দ করল। কড়াটা শক্ত। কড়াটা পেতলের। পেতল শক্ত, কড়াটা ঠাণ্ডা। পেতল শক্ত ঠাণ্ডা কড়াটা গোল। কড়াটা আঙুলে আঁকড়ে ধরা। আঙুলটা নরম। পেতল শক্ত। আঙুল গরম। পেতল শক্ত ঠাণ্ডা। আঙুল নরম গরম লম্বা। পেতল শক্ত ঠাণ্ডা গোল। আঙুল নরম গরম লম্বা সরু। তার আঙুল গোল সরু। আঙুলের রঙ গোলাবি। গোলাবি নয় সাদা। সাদা নয় গোলাবি নয় বাদামি। নখের রঙ সাদা। মাঝের আঙুলের আংটি রুপোর। রুপোর রঙ সাদা। আংটির ওপর পলা। পলার রঙ লাল। তার নখের রঙ সাদা। নখের আগার রঙ কালো। তার পাঁচটি নখ। পাঁচটা নখ পাঁচটা আঙুলে। পাঁচটা আঙুল হাতের তেলোয়। হাতের তেলো কব্জিতে। কব্জিতে ঘড়ি। ঘড়ির রঙ সাদা ঘড়িটা গোল। গোলের মধ্যে বারোটা দাগ। তিনটে কাঁটা। একটা কাঁটা লাল। লালটা নড়ছে। মাঝারিটা পাঁচের ওপর। ছোটটা তিনের নিচে। তিনের পর চার। চারের পর কালো দাগ। কাচের ওপরের দাগ। কাচটা ময়লা। ফিতেটা কালো। কব্জিটা সরু। হাতের ওপরটা সামান্য মোটা। পেশি খুব নরম। পাঞ্জাবির রঙ্ সাদা। আদ্দির কাপড়। ঢোলা পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির তলায় গেঞ্জি। গেঞ্জিটা নতুন। গেঞ্জিটা ছোট। বুকে লেপ্টে আছে। বুকে কয়েকটা হাড় আছে। বুকের মাংস কম। বুকটা শক্ত। বুকটা চওড়া নয়। বুকে মাংস কম। বুকটা নরম নয়। মেয়েদের বুকের······। সে দরজার দিকে তাকাল। দরজায় শব্দ করল।

তারপর পঁকেটে হাত দিল। রুমাল বের করল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। মুখে ঘাম হয়েছে। আবার মুখ মুছল। জল তেষ্টা পাচ্ছে। চা খেলে হয়। ঠাণ্ডা জল তেষ্টা পাচ্ছে। গরম চা খেলে হয়। সে রুমাল দিয়ে চোখ মুছল। রুমালের গন্ধ। গন্ধটা মিষ্টি। ফুলের গন্ধ। না পাউডারের গন্ধ। না এসেন্সের গন্ধ। মেয়েদের এসেন্স। মেয়েদের গন্ধ। শাড়ির গন্ধ। নেপথেলের গন্ধ। নেপথেল। আলকাতরার গন্ধ। নেপথেলের রঙ সাদা। আলকাতরার রঙ কালো। রাস্তার পিচ্ কালো। মোটর গাড়ির রঙ কালো। ঘড়ির ফিতের রঙ কালো। জুতোর রঙ কালো। থুতনির তিলের বঙ কালো। চোখের মণির রঙ কালো। চুলের রঙ কালো। চুলের দু-একটা রঙ সাদা। দাঁতের রঙ সাদা। পাঞ্জাবির রঙ সাদা। দেওয়ালের রঙ সাদা। দরজার দরজার রঙ সবুজ। কড়াটা পেতলের। সে শব্দ করল।

সে ঘড়ি দেখল।

তারপর আঙুল মট্‌কালো। হাত দিয়ে ঘড়ি ঘসল।

সে আবার ঘড়ি দেখল। ঘড়ি দেখতে দেখতে ঘড়িটা চোখের ভেতর ঢুকে গেল। চোখ থেকে ঘড়িটা টেনে বেব করতে করতে চোখটা ঘড়ি শুদ্ধ বেরিয়ে এলো। তখন ঘড়ি থেকে হাত দিয়ে হাতের আঙুল দিয়ে আঙুলের নখ দিয়ে চাপ দিয়ে দিয়ে চোখটা ঘড়ি থেকে খুলে নিল। হাতের তেলোয় চোখ আর তিন আঙুলে ঘড়িটা নিল। রুমাল বেব কবে প্রথমে ঘড়িটা মুছতে লাগল। এমন সময় দরজার ওপারে শব্দ হতে লাগল। সে তাড়াতাড়ি ঘড়িটা মুছতে মুছতে তাড়াতাড়ি চোখটা ডান হাতে নিল। বাঁ হাতের তেলোয় ঘড়িটা রেখে আঙুল দিয়ে রুমালটা নিল। দরজার ওপারে শব্দ থামল। সে তাড়াতাড়ি চোখ মুছতে লাগল। অল্প একটু মুছে চোখটা চোখে লাগাতে যেতেই হাত থেকে পড়ে গেল। দরজা খুলল। একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখটা তার সামনে পিং পং বলের মত লাফাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি ঘড়িটা চোখে লাগাতে লাগাতে দেখল চোখটা আস্তে আস্তে লাফাচ্ছে। মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। চোখটা গড়াচ্ছে। মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি দেখছে। মেয়েটি সাদা শাড়ি পরেছে। মেয়েটি শাদা ব্লাউজ পরেছে। শাড়ির পাড়ের রঙ কালো। মেয়েটির চোখের ডিমের রঙ সাদা মণির রঙ কালো। মণির কালোতে সাদা বিন্দু, তাতে তার কালো ছায়া। মেয়েটির পেছনে সাদা দেয়াল। দেয়ালের

পাশে দরজা। দরজার ওপর নীল পরদা। মেয়েটির গায়ের রঙ নীল। মেয়েটির মুখ গোল। মেয়েটির বুক চারকোণ। চারকোণা নয় ট্রপিজিয়াম। ট্রাপেজিয়াম দুটো গোল তার মাঝখানে লকেট। লকেটে একটা চোখ। চোখের রঙ সাদা। তার চোখটা আস্তে আস্তে গড়াচ্ছে। মেয়েটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সে মেয়েটিকে দেখছে। মেয়েটির মুখ দেখছে। মেয়েটির চোখ দেখছে। চোখের রঙ দেখছে। চোখের টানা টানা দেখছে। চোখের ভেজা ভেজা দেখছে। মায়ের চোখ দেখছে। গোরুর চোখ দেখছে। গরু কাটা দেখছে। ট্রেন দেখছে। ট্রেনের জানালা দেখছে। জানালায় মুখ দেখছে। টানা টানা চোখ। সুর্মা টানা চোখ। কাজল টানা চোখ। মেয়েটি কাজল মেখেছে। ঠোঁটে রঙ মেখেছে। রঙটা লাল। নখের রঙটা লাল। সিঁথির রঙটা লাল পলার রঙটা লাল। পলার রূপোর আংটিতে। আংটিটা আঙুলে। আঙুল হাতের তেলোয়। হাতের তেলো কব্জিতে। কব্জিতে ঘড়িটা। না ঘড়িটা চোখে। সে তাড়াতাড়ি চোখ থেকে ঘড়িটা খুলে কব্জিতে বাঁধতে সে দেখল মেয়েটি দেখছে। তাকে দেখছে। চোখ নড়ছে। ঠোঁট নড়ছে। মুখ নড়ছে। বুক নড়ছে।

—এখানে কি কোনও কিছু ফেলে গেছিলাম?

—না তো।

—ফেলে যাইনি? ও। আচ্ছা ধন্যবাদ। সে মাথা নামাল। ফিরে দাঁড়াল। দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হল। রাস্তায় নেমে এলো। হঠাৎ মনে পড়ল চোখটা ফেলে এসেছে। সে তাড়াতাড়ি ফিরে এলো। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে। সে উবু হল। চোখটা পেল না। চোখটা হয়ত গড়িয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে গেছে। দরজা বন্ধ। চোখটা দরকার। দরজাটা বন্ধ। সে আবার দরজায় শব্দ করল। শব্দ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে……।

ছিদ্র

ভেতরে একটা ঘর তিনটে দেয়াল একটা দেয়ালে ড্রেসিং টেবিল টেবিলে আয়না আয়নায় খানিকটা আলো খানিকটা জানালার সবুজপর্দা খানিকটা খাটের অংশ অংশে বেগুনি বিছানার চাদর চাদরে কিছু সাদা লোম চাদরটা কোচকানো পাশবালিশের তলায় মিশে গিয়ে পাশে একটা সাদা বুড়ো আঙুল সাদা গোড়ালি সবুজ পাড় হলুদ শাড়ি খয়েরি আলপনা ওল্টানো ভাঁজ পড়া সাদা সায়ার খানিকটা উরুর নিতম্বের পেট পর্যন্ত পুরো আলপনা হাঁটুর নিচথেকে প্রায় পুরো হাঁটুর ভাঁজে ছায়ার মধ্যে সায়ার দিকে অর্ধেকটা গিয়ে সাদা সাদা সাদা লোম লোমের পাশে বেগুনি চাদরে পেছনে একটা সাদা কনুইয়ের নিচে লাল লাল লাল পলা শাঁখা চক্ চক্ করে উঠে নরম মাংসের ওপর বসে শাঁখার দুইপাশে সাদা পেশির সামান্য ফুলে উঠে বেড়িয়ে আসার পর পুরো কব্জিটা কব্জির সঙ্গে হাতের উল্টোপিঠ কতগুলো আঙুল আঙুল আঙুল নড়ে উঠে থেমে গিয়ে থেমে যাবার পর নড়ে উঠে স্থির হয়ে স্থির হবার পর নড়ে উঠে কতগুলো সাদা লোমের সাদা লোমের একটা

ড্রেসিং টেবিলের ওপর একটা তেলের শিশি একটা আলতার শিশি একটা পাউডার কেস একটা টিকটিকি একটা চিকনি একটা ব্রাস একটা পেনের অংশ একটা কাপ একটা পিংপিং বল একটা সুলেখা কালি একটা হাতটার মাথা একটা সানাই একটা ওডিকোলন একটা বই বইটার নাম বইটার বইটার বইটার নাম বই বইটার খু—নি—ছা—য়া—র—হা—ত—ছা—নি বইটার খানিকটা ছায়া দেয়ালে পড়েছে দেয়ালে আরেকটা ছায়া পড়েছে ছায়াটা একটা শরীরের একটা হাতের আঙুল নড়ে উঠে স্থির হয়ে আবার নড়ে উঠে আরেকটা ছায়ায় ছায়াটা কোন একটা একটা কিছু

ড্রেসিং টেবিলের নিচে খাটের অংশে কাঠের বার্নিস করা হলুদ রঙটার ওপর আলোটা চক্ চক্ করে উঠে আলোর নিচে সামান্য অন্ধকার তৈরি করে কিছু বেগুনি চাদরের অংশ লুকিয়ে তার সঙ্গে কিছু হলুদ শাড়ি খয়েরি আলপনা সবুজ ব্লাউজ খানিকটা স্তনের অংশ লুকিয়ে ছায়ায় ঢাকা বুকের ওপর সাদা

অংশ গলা থুতনি থুতনি শুধু থুতনি পর্যন্ত ঠোঁট দেখা যাচ্ছে না চোখ দেখা যাচ্ছে না গাল দেখা যাচ্ছে না চিবুক দেখা যাচ্ছে না চুল দেখা যাচ্ছে না চুল দেখা যাচ্ছে সামান্য চুল কাঁধের অন্ধকার অন্ধকারে গলার থুতনির অন্ধকার অন্ধকারে একটা মাংসল ভাঁজ সেখান থেকে ঢালু অংশে একটা কালো চুল চুলটা নেমে ওদিকের কাঁধের ওপর দিয়ে সবুজ স্তনের নিচে বগলের তলায় হাতের সাদার ওপর কনুইয়ের ভাঁজে ভাঁজ নয় অন্ধকারে খাটের ধারের ওপর ঠিকরানো চক্‌চকে আলোর মধ্যে হাতটা ছায়া ছায়া অস্পষ্টভাবে নড়ে উঠে স্থির হয়ে ছায়া ছায়া আলো আলো আঙুলগুলো নড়ে উঠে অন্যহাতে ধরে রাখা ছায়া ছায়া স্পষ্ট আলো সাদা লোমের ছোট্ট একটা নরম নরম শরীর তার একপাশে সাদা আলো ঠিকরে পড়ে চক্‌ চক্‌ করে টাল খেয়ে আলো আলো

ছায়া ছায়া

অন্ধকার আলো ছায়া অন্ধকার

নড়ে উঠে ঘুরে দুটোহাতের মধ্যে উল্টেপাল্টে আস্তে আস্তে নিচে নেমে নামতে নামতে প্রথমে পেটে পরে বুকের ওপর স্তনের ওপর বসিয়ে দুটো হাত চাপদিয়ে থুতনির কাছে টেনে নিয়ে আসতে আসতে

শ——————————ব্দ

হঠাৎ বেগুনির ওপর ছুড়ে ফেলে আছড়ে পড়ে আছড়ে দরজা বন্ধ করার
পড়ার পর একটু স্থির হয়ে উঠতে গিয়ে আবার পড়ে শব্দ
কেঁপে গড়াতে গড়াতে মিলিয়ে গেলে ওপাশের হাঁটুর জুতোর শব্দ
উঠবার পর কোমর ভেঙে হাঁটু ভেঙে পা দুটো ঘুরিয়ে
টেনেএনে পায়ের পাতার ওপর সাদা আলো হঠাৎ সরে জুতোর শব্দ
গিয়ে বিছানাটা খালি করে বিছানাটা খালি হয়ে গেলে
খালিবিছানার ওপাশে ড্রেসিং টেবিলের আয়না থেকে
একটা হলুদসবুজখয়েরি সরেগেলে সরেগেলে দেয়ালের শব্দ
পাশথেকে ছায়ায় ঢাকা দুটো হাঁটু উরু ক্রমশঃ এগিয়ে শব্দ
আসতে আসতে উরু অদৃশ্য হয়ে যেতে যেতে পেট বুক শব্দ
স্তন স্তনদুটোকাঁপছে অল্প অল্প ওপরের বুকের অংশ কাঁধ শব্দ
কাঁধের ওপর ঠিকরানো আলো পাশে গলা বড় হতে শব্দ

গাল চিবুক থুতনির আর্ধেকটা ঠোঁট নাক চোখের একপাশ
এগিয়ে আসতে আসতে ক্রমে দুটো চোখ পুরো নাক শব্দ
কপাল মুখ মুখটা বড় হতে হতে থুতনি অদৃশ্য হয়ে চুল
তারপর কপাল অদৃশ্য হয়ে দুপাশের গাল অদৃশ্য হয়ে
ভুরু অদৃশ্য হয়ে ঠোঁট নিচের দিকে নেমে গিয়ে নাকের শব্দ
নিচের অংশ নিচে নেমে গিয়ে ডানচোখটা বাঁপাশে সরে
গিয়ে বাঁচোখটা ক্রমে ক্রমে বড হতে হতে চোখের পাতা শব্দ
ওপরে সরে গিয়ে চোখের নিচের অংশটা নিচেনেমে গিয়ে
চোখের সাদা অংশটা বড হতে হতে চোখের মণিটা বড শব্দ
হতে হতে দুপাশের সাদা অংশটা দুপাশে সরে যেতে
যেতে চোখের মণিটাব সম্পূর্ণটা স্থির হয়ে স্থির হয়ে শব্দ
থেকে থেকে খয়েরি চক্‌চকে অংশটার ওপর হঠাৎ একটা
সাদা আলো সাদা আলো মিলিয়ে যাবার পর একটা শব্দ

ছায়া একটা মাথা

একটা মুখ মুখে সিগারেট

চাপদাড়ি কালোচশমা একটু স্থির হবার পর মণির ওপরের দিকে উঠে যেতে চোয়ালের ওপর আলো গলা জামার কলার বুক বুকটা বড় হতে হতে মণির পুরো অংশটা ছাপিয়ে স্থির হয়ে একটা হাত বুকের ওপব উঠে এসে রোমশ হাত মোটা কব্জি-মোটা আঙুল কালো বাদামি বোতামের ঘর বোতাম দুটো আঙুলের ফাঁকে সিগারেট ধোঁয়া উড়ছে

হঠাৎ

ঘুরে গিয়ে পিঠ কাঁধ কলার ঘাড়

মাথার পেছনটা মণির ওপর থেকে নিচে নেমে যেতে যেতে একপাশে

সরে গিয়ে সিঁড়ির ছায়া

সিঁড়ির ছায়া সরে

গেল মণি সরে গেল চোখ সরে গেল জুতোর শব্দ মিলিয়ে গেল গাল সরে গেল মাথা সরে গেল পিঠ সরে গেল কাঁধ সরে গেল সরে যাওয়ার পর আলো আয়না আলো রোদ আয়নায় ড্রেসিং টেবিলে একটা বেড়াল দুটো হাত এগিয়ে ধরতে গেলে বেড়ালটা লাফিয়ে জানালায় মাথল শিশি পড়ে গেল আলতার

শিশি ড্রেসিং টেবিলে ড্রেসিং টেবিলের পাশ দিয়ে সবুজকাঁধ হলুদনিতম্ব সাদা কনুই সরে এসে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলে বেড়ালটা লাফিয়ে বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল অদৃশ্য হয়ে গেলে আলোটা কমে যেতে যেতে হঠাৎ বেড়ে গেল বিছানার ওপর শব্দ হল খাটটা নড়তে লাগল থরথর করে কাঁপতে লাগল আয়নায় কাঁপতে লাগল আয়নায় বিছানার ওপর একটা পিঠ খানিকটা চুল কাঁপতে লাগল টেবিলটা কাঁপতে লাগল টেবিলটার ওপর থেকে লাল লাল

তরল লাল আস্তে আস্তে আস্তে টেবিলের ওয়ার ছাপিয়ে

ড্রয়ার ছাপিয়ে

আস্তে আস্তে

গড়িয়ে

কার্পেট

খাট জানালা বারান্দা সিঁড়ি ছাদ নীল নীল
সাদা
নীল সাদা
সাদা নীল নীল গাছ বাড়ি
গাছ বাড়ি সাদা নীল
বাড়ি গাছ বাড়ি গাছ বাড়ি বাড়ি সাদা
বাড়ি লাল সাদা কালো সাদা কালো
সিঁড়ি
সিঁড়ি
সিঁড়ি
বারান্দা
ফুল পাতা ফুল পাতা পাতাপাতা ফুলফুল পাতা
ফুল পাতা পাতা ফুলফুল পাতা ফুল ফুল
পাতা পাতা পাতা ফুল পাতা পাতা ফুল
ফুল ফুল ফুল পাতা ফুল বেড়া
পাতাপাতাপাতা পাতাফুল পাতা ফুলপাতা পাতাপাতা বেড়া
পাতা পাতা পাতা পাতা পাতা পাতা লাল পাতা পাতা
পাতাপাতাপা ফুল হাত পাতা
ফুল
ফুল লাল
গালঠোঁটনাক
বেড়া ফুল পাতা লাল ফুল
ফুলপাতা হাত বেড়া শাড়ি সাদা ফুল
চোখ চোখ পাতা পাতা লাল পাতা
ফুল ফুল হাত আঙুল নখ
ফুল
ফুল
ফুল

পাতা ফুল পাতা পাতা চুল কাঁধ লাল পাতা পাতা পাতা ডাল
পাতা পাতা পাতা ডাল বেড়া পাতা
সাদা ফুল বুক বেড়া ফুল
পাতাফুল স্তন' বেড়া ডাল
ফুল ফুল পাতা গাল
ফুল
ফুল
পাতা
লাল সাদা সাদা নীল পাতা
লাল সাদা
নীল লাল সাদা সাদা
সবুজ
বারান্দা সি ড়ি
বারান্দা ঘর জানালা খাট
খাট বারান্দা
বারান্দা পাতাপাতাপাতা ফুল পাতা
পাতা পাতা পাতা ফুল পাতা
পাতা ফুল পাতা সাদা বেড়া
পাতা সাদা সাদা গরু পাতা
ঘর
খাট টেবিল আলমারি আলো ছায়া
ছায়া ছায়া ছায়া আলো
আলো ছায়া আলো ছায়া
আলো আলো ছায়া আলো
জানালা
দরজা
মেঝে
আলো কালো কালো

কালো ছায়া সাদা সাদা সাদা

দেয়াল

আলমারি

বইবইবইবইবইবইবইবই

বইবইবইবইবইবইবইবই

বইবইবই বইবইবইবই

বইবইবইবইবইবই

বই

টেবিল গেলাস আলো বই

চেয়ার দেয়াল দেয়াল

দেয়াল জানলা নীল ত্রিভুজ জানলা দেয়াল ঘড়ি

12

9 o 3

6

বারান্দা

ফুল পাতাপাতাপাতা লোক

পাতা ফুলফুল লোক

ফুলপাতা আলোপাতা লোক গাড়ি খোকা

ফুল ছায়া লোক লোক পুরুষ

পাতাপাতা ছায়া খুকু লোক

ছায়া পুরুষ

পুরুষ পুরুষ

মেয়ে বুড়ি

ঘর

খাট দেয়াল সাদা সাদা আলো ছায়া আলো আলো

সাদা কালো ছায়া ছায়া আলো আলো

আলো ছায়া ছায়া

ছায়া আলো

ছায়া আলো ছায়া ছায়া

ছায়া ছায়া ছায়া ছায়া ছায়া কালো কালো কালো খয়েরি কালো

কালো সাদা নীল কালো কালো খয়েরি বাদামি হলদে সবুজ

নীল বেগুনি কালো সাদা সাদা সাদা সাদা

সাদা

সাদা নীল

নীল

সবুজ নীল

নীল সাদা

জল জল জল

জল মাছ জল জল জল

জাল জল

চোখ

চোখ চোখ

চোখ চোখ চশমা

চোখ

হাত

হাত

হাত

হাত হাত হাতহাতহাত

হাত

হাতহাতহাতহাতহাতহা———

কালো

অন্ধকার

সিলিং

খাট

জানলা তারা

|···১···২···৩···৪···|

১

সুন্দর মুখখানা অন্ধকারে হারিয়ে গেলে লম্বা মতন লোকটা সাদা দস্তানা পরা হাতের মোটা আঙুল দিয়ে নতুন রঙ করা দরজায় আস্তে আস্তে শব্দ করল।

কুৎসিত মুখখানা অন্ধকারে হারিয়ে গেলে বেটে মতন লোকটা কালো দস্তানা পরা হাতের সরু আঙুল দিয়ে পুরানো রঙ করা দরজায় জোরে জোরে শব্দ করল।

সুন্দর মুখখানা আলোয় খুঁজে পেলে লম্বা মতন ছেলেটা সাদা মোজা পরা পায়ের মোটা গোড়ালি দিয়ে নতুন রঙচটা জানালায় জোরে জোরে শব্দ করল।

কুৎসিত মুখখানা আলোয় খুঁজে পেলে বেটে মতন ছেলেটা কালো মোজা পরা পায়ের সরু গোড়ালি দিয়ে পুরানো রঙচটা দরজায় আস্তে আস্তে শব্দ করল।

কুৎসিত আলোয় মুখখানা কালো মোজা পরা পায়ের সরু গোড়ালি খুঁজে পেলে পুরানো রঙচটা দরজায় বেটে মতন ছেলেটা আস্তে আস্তে শব্দ করল।

সুন্দর অন্ধকারে সাদা দস্তানা পরা মোটা আঙুল হারিয়ে ফেললে নতুন রঙকরা জানালায় লম্বা মতন লোকটা জোরে জোরে শব্দ করল। দরজা খুলল। লোকটা ভেতরে গেল। দরজা বন্ধ হল।

পাশে উঁচু সাদা দেয়ালে একটা দীর্ঘ হাতের কালোছায়া ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠতে থাকলে একটা পাখি ডেকে উঠল ও একটা পাতা খসে পড়ল।

নিচু কালো দেয়ালে একটা দীর্ঘ পায়ের সাদা ছায়া তাড়াতাড়ি নিচের দিকে

নামতে থাকলে দুটো পাখি ডেকে উঠল ও একটা ফুল খসে পড়ল।

উঁচু সাদা দেয়ালে একটা দীর্ঘ পায়ের কালোছায়া ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠতে থাকলে তিনটে পাখি ডেকে উঠল ও একটা ডাল খসে পড়ল।

নিচু সাদা দেয়ালে একটা দীর্ঘ হাতের সাদা ছায়া তাড়াতাড়ি ওপরের দিকে নামতে থাকলে একশ পাখি ডেকে উঠল ও একশ পাতা-ফুল-ডাল

দেয়ালে একটা হাতের ছায়া
নামতে থাকলে পাখি ডেকে উঠল ও পাতা-ফুল-ডাল

দেয়ালে একটা পায়ের ছায়া
উঠতে থাকলে
দরজা খুলল। লোকটা বেড়িয়ে এলো। চলে গেলো।

২

দরজার সামনে একটা গাছ। গাছের ওপর একটা পাখি। গাছের নিচে খাটিয়া পাতা। খাটিয়ায় দুজন বসে আছে। আকাশে একটা চাঁদ উঠেছে। খাটিয়ার তলায় জোনাকি জ্বলছে।
দূরে একটা গম্বুজ আছে। গম্বুজের ওপর নিশান উড়ছে। নিশানের মাথায় লাল বাতি। গম্বুজের নিচে আলোর দোকান। সামনে একটা তারা জ্বলছে। গলি দিয়ে লোক যাচ্ছে। ঝাঁকা মাথায় কুলি যাচ্ছে। বোতল হাতে বাবু যাচ্ছে। পান খেতে খেতে গিন্নি যাচ্ছে। সিগারেট হাতে খোকা যাচ্ছে। দরজার সামনে গাছের ছায়া। গাছের পাশে আস্তাবল। আস্তাবলে অন্ধকার। ঘোড়াগুলোর চোখ তাকিয়ে আছে। খাটিয়ার তলায় জোনাকি পোকা। ওরা দুজন বসে আছে। ছেলেটার নাম ফুজিয়ামা। একটা কালো জামা পরেছে। একটা সাদা প্যান্ট পরেছে। রাস্তায় রাস্তায় সার্কাস দেখায়। দাঁতের মাজন বিক্রি করে। আর আস্তাবল দেখাশুনা করে। আস্তাবলে অন্ধকার। ঘোড়াগুলোর চোখ তাকিয়ে আছে। খাটিয়ার তলায় জোনাকি পোকা। খাটিয়া থেকে পা দুলছে। ওরা দুজন বসে আছে। মেয়েটির হাতে একটা

ফুল। ছেলেটার ঘড়ির শব্দ হচ্ছে। চিবুকে একটা তিল আছে। চোখের মধ্যে মুখের ছায়া। পেছনে আকাশে চাঁদ উঠেছে। বুকের ফুলে টগর ফুল। চুলের মধ্যে কালো ময়ূর। ফুলের মধ্যে শঙ্খচূড়। অথ সর্প-ময়ূর যুদ্ধ। খোপায় ফুল রাখবো না গো। খোপা কারুর কবর নয় রে। ব্যাবিলনের স্বর্গ দোলে। স্বর্গে ঢোকে মেফিস্টোফেলিস্। পরিক্ষিতের পাপক্রিয়া।

আস্তাবলে অন্ধকার। ঘোড়াগুলোর চোখ তাকিয়ে আছে। গাছের নিচে খাটিয়া পাতা। পাশে একটা উনুন জলছে। উনুনে চায়ের জল চাপানো। অনেক দূরে FIRE-ALARM। খাটিয়ার ওপর পা তুলিয়ে 'আমি' ও 'আমি' বসে আছে। পাশে চায়ের জল ফুটছে। আকাশে একটা চাঁদ উঠেছে। গাছে একটা পাখি বসেছে। খাটিয়া থেকে পা ঝুলছে। হাতের ওপর হাত রেখেছে। বুকের ওপর বুক রেখেছে। ঘোড়াগুলোর চোখ তাকিয়ে আছে। আস্তাবলে অন্ধকার। উনুনের আগুন। একশ তারা একশ পাতা একটা পাখি একটা গাছ একটা ফুল একটা একটা একটা ছায়া ছায়ার ওপর ছায়া রেখেছে ছায়া রাখতেই বুকের ওপর বুক রেখেছে

বুক রাখতেই ঘড়ির ওপর ঘড়ি রেখেছে ঘড়ি রাখতেই

লাব্ ডোব্ লাব্ ডোব্

লাব্ ডোব্ লাব্ ডোব্

লাব্ ডোব্ লাব্ ডোব্

লাব্ ডোব্ লাব্ ডোব্

লাব্ ডোব্ লাব্ ডোব্

দরজাটা বিশাল হতে হতে সামান্য খুলে গিয়ে এক সুন্দর যুবতী আর্ধেক বেড়িয়ে এসে করুণ চোখে খাটিয়ার ওপর দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল।

৩

যামিনী অধিক হইলে লৌহদরজা ঈষৎ উন্মুক্ত করতঃ নীলোষ্ণীষ পরিহিত যুবক বসনাভ্যন্তরালে বাসন্তীবর্ণ ঢকা লুকায়িত করিয়া চতুষ্পার্শ্বে তড়িতাহত দৃষ্টি নিক্ষেপান্তে ঝটিতি দ্বার অতিক্রম করতঃ নীলনভ-তলে দাঁড়াইয়া সামান্য প্রফুল্ল-বোধ করিল। তাহার ওষ্ঠ হাস্য নিবেদন করিল। তাহার চক্ষু আলোক যাচ্ঞা করিল। তাহার দক্ষিণ বাহু উর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকিলে সমীরণ স্পর্শ করিল।

অদূরে বৃক্ষতল নির্ণয়ান্তে উক্ত বৃক্ষতলে উপবেশন করতঃ বসনান্তরাল হইতে ঢক্কা বাহির করিলে চোক্ষে ও বদনপ্রান্তে দ্যুতি ন্যস্ত হইল। তদুপরি এক শ্লোক ওষ্ঠাধর হইতে নির্গত হইল—

জিঁহ থিরা রঅনি তিহঁ মাআ-হরিণী
গয়নন্ত মেহ থির বাজঅ মাদলা

তৎপরে রসাবেশে মত্ত হইয়া ঢক্কা-নাদ করিয়া গগন মথিত করিতে থাকিল। শ্রবনে অবলোকন করতঃ জনৈক প্রহরী তস্য বৃহচ্চর্মপাদুকানিনাদ করতঃ লগুড়কর্তৃক মৃত্তিকা-ঘর্ষণান্তে উক্ত যুবকের সন্মুখাগত হইয়া ঈষৎ নতজানুপূর্বক সহাস্য নিবেদন করিল—অহো বন্ধো। হেথা কেন আসিলা। হেথা তোমার গতায়াত তোমার চিকিৎসক নিষিদ্ধ করিতে রহে।

অক্ষিগোলকে চক্রসংবর্তনপূর্বক নীলোষ্ণিষ পরিহিত যুবক মস্তকানত করিয়া ঢক্কাবাদ্যে মৃদুশব্দকরণের দ্বারা তালপরীক্ষণে নিয়োজিত রহিলে প্রহরী বলিল—অহো বন্ধো। ইখানে না আসিও। হেথা মধ্যনিশার শীতল প্রভাবে তোমার বিস্তর অসুখ করিবেক। তুমি সত্বর এ স্থান ত্যাগ করিবেক ইহা আমি নিরন্তরে বাঞ্ছা করি—।

যুবক নিরুত্তর রহিলে প্রহরী স্বীয়বদনে বিরসভাব প্রদর্শন করিতে থাকিল এবং প্রত্যাগমনোদ্যত হইয়া বলিল—চিকিৎসক যেমত চাহেন তেমত চিতে কদাচিতো না লইলে আন ধরণ বিপত্তি ঘটিবেক।'

ভূখণ্ডে দণ্ডনিক্ষেপণ-জাত নিনাদ করিতে করিতে প্রহরী প্রস্থান করিল।

পুনরায় যুবক ঢক্কানাদ আরম্ভ করিল।

নিনাদকরণ-কৌশলে ক্রমাগত সমগ্র পবিবেশ নীলবর্ণচ্ছটায় মোহমেদুর হইতে থাকিল। নিখিল নীলাম্বর লীলাময় হইয়া উঠিল। হরিৎপত্রপূর্ণবৃক্ষ অবারিত পীতপ্রান্তরে বৃত্তাকার শ্যামছায়া বিস্তার করিয়া বিহঙ্গসকাশে স্বর্গ-নিসর্গ আবেদন করিতে থাকিল। ঢক্কার মধুর বাদ্য হৃদয়-উত্তালকারী ছন্দসৃজন করিতে থাকিলেও বিচিত্র শ্যামলশ্যামস্বর্ণাভাপ্রযুক্তপুচ্ছ প্রসারিত করিয়া কদাচ কোন ময়ূর-ময়ূরী নৃত্যাভিপ্রায়ে সমাগত হইল না। যুবক বিষণ্ণ হইল। অতঃপর যুবক তালপরিবর্তনের দ্বারা ঢক্কানাদের রূপান্তর ঘটাইয়া পটমণ্ডপে সিতজ্যোৎস্নোৎপাদনের দ্বারা মোহনির্মল বিকসিত করিল। সমগ্র গগন

মর্মরমেঘখণ্ডে নির্মিত মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিল। রৌপ্যপত্রপূর্ণবৃক্ষ উদার সুবর্ণ প্রান্তরে বৃত্তাকার কৃষ্ণছায়া বিস্তার করিয়া হরিণ-হরিণীদ্বয়কে নৃত্যে আহ্বান করিল। পরন্তু অহো! মৃগযুগল দূরান্তে অধিষ্ঠান করুক ক্ষুদ্রদেহ শ্বেতমূষিক-পর্যন্ত আগত হইল না। যুবক অত্যন্ত দুঃখবোধ করিল।

অতঃপর উন্মত্তাবেগে পুনঃপুনঃ বাদ্যকৌশল পরিবর্তনের দ্বারা চতুর্দিক ছন্দোবদ্ধ হইতে দেখিল। ইতিমধ্যে নিয়তভ্রমণকারী দীর্ঘকায় জরাক্লীষ্ট অভুক্ত নারী-পুরুষগণ যূথবদ্ধ হিন্দোলমত্ত দোদুল্যমান হইয়া সমাগত হইতে থাকিল। ঝটিকাপ্রায় বাতাস বহিতে থাকিল। মধ্যগগনে ঘোর কৃষ্ণমেঘ সঞ্চিত হইতে থাকিল।

ঢক্কানাদে সমাগত উহারা আহার প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রত্যাশা করিয়া কঙ্কালসার বাহুদ্বয় প্রসারিত করতঃ শূন্য পর্ণপত্র প্রদর্শন করিতে থাকিল। তৎপরে ঢক্কাবাদ্যগীত হইতে আহারপ্রাপ্তি অসম্ভব কল্পনা মনন করতঃ হস্তসংবরণপূর্বক মধুছন্দে আত্মার্পণ করিতে থাকিল। উহাদের মধ্যে কতিপয় নারী-পুরুষ উপবৃত্তাকারে সভানির্মাণ করিয়া নিদ্রালসা জড়িমাভঞ্জননিমিত্তে আপন আপন সুখদুঃখ প্রকাশ করিতে থাকিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঢক্কাশব্দে নিনাদিত চতুস্পার্শ্ব বাক্যালাপধ্বনিমাধ্যমে সরবমুখর হইতে লাগিল। এমতাবস্থায় শুভ্র-বস্ত্রাবৃত গৌববর্ণ জনৈক পুরুষ আপন বাহুদ্বয় উর্দ্ধে নিক্ষেপনপূর্বক সমগ্রক্ষমতা কণ্ঠে অনায়নপূর্বক উচ্চস্বরে চিৎকার করিল—মদীয় নগরবাসীগণ। ইথে বারেক নির্বাক যাইতে আজ্ঞা হয়। ইহা আমার মনে লইতেছে যে আমি দৈববাণী শ্রুত হইতেছি।

পরক্ষণেই উল্লাসিত সমগ্র জনতা প্রস্তরোপম নিঃশব্দ-স্থির হইয়া নভোমণ্ডলে মস্তকোত্তলনকরতঃ উৎকর্ণ হইয়া রহিল। গৌরবর্ণ পুরুষের অঙ্গুলিনির্দেশে ঢক্কানাদ স্তব্ধ হইলে মেঘগর্জন শ্রুত হইতে লাগিল। শ্রুত হইতে থাকিলে গৌরবর্ণ পুরুষ কতিপয় অস্ফুট শব্দোচ্চারণের দ্বারা সমগ্র জনমণ্ডলকে সরব করিয়া তুলিলে তাহারা আহ্লাদিতচিত্তে নীলোষ্ণীষ পরিহিত যুবকের জয়ধ্বনি করিতে করিতে কলরবমুখর কথোপকথনে নিযুক্ত রহিল—

—ওলো মিন্‌সা শুনিস্ লো মুর গাঁয়ে ফুলফুলারি ফলিবেক।

—গায়গতরে খাটুম এবে মাটি যদি সরেস হয়লো।

—ওলো ঠেঁটা মুক করিস না দৈব কথা শুনিস লা।

—তেল জুটিবেক নুন জুটিবেক। তবে তো মুনিস খাটিবেক কেনে?
—আর মুনিস না খাটিব গুঞ্জাবতি।
বলিতে বলিতে সমগ্রজনতা উক্তস্থান পরিত্যাগ করিলে স্বল্পকালে ভূতপূর্ব নির্জনতা পুনর্বার আবির্ভূত হইল। শুধুমাত্র যুবকের ঢক্কানাদ সমগ্র নির্জনতায় প্রকটিত রহিল।
অনতিবিলম্বে শিঞ্জিনীনিক্বনবাদ্যবৎ বারিবর্ষণ মুষলধারে আরম্ভ হইলে যুবক ঢক্কাবাদ্য রাখিয়া বৃক্ষতলে কিঞ্চিত দণ্ডায়মান রহিল। এবং ললাট কুঞ্চিত করিল। তাহার বস্ত্র সিক্ত হইতে লাগিল। তাহার বাসন্তীবর্ণ ঢক্কা সিক্ত হইতে লাগিল। তাহার বক্ষস্থল সিক্ত হইতে লাগিল। সে তড়িৎবেগে ধাবমান হইয়া দ্বার সম্মুখে উপনীত হইল। লৌহদ্বারে হস্ত স্থাপন করিয়া বলক্ষেপন করিলে দ্বার বিন্দুমাত্র উন্মুক্ত হইল না। ইহার পরে মৃদু মৃদু তৎপরে তীব্রতা বৃদ্ধি করিয়া করাঘাত করিল। দ্বার উন্মুক্ত হইল না। সমগ্র দেহ সজলপরিসিক্ত হইয়া উঠিলে বৃষ্টিস্নাত যুবক শ্লেষ্মাজনিতপীড়াহেতু হিক্কা দিতে থাকিল। এবং দ্বার উন্মোচন করিবার জন্য যথাসাধ্য বলপ্রয়োগ করিতে লাগিল। তৎসহ পুনঃপুনঃ হিক্কা দিতে দিতে কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই হৃৎপিণ্ডে আঘাৎ প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়ে হস্তস্থাপন পূর্বক বসিয়া পড়িল যদিও তাহার উপর দিয়া বারিবর্ষণ ঘটিয়া চলিল। পুনর্বার উত্থান করিয়া দ্বারোদ্ঘাটনের নিমিত্তে বারংবার সমগ্রশক্তিনিযুক্ত বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা করিয়া অবলোকন করিল—লৌহ-দ্বার যদ্রূপ তদ্রূপই রহিয়াছে। এমতাবস্থায় ব্যর্থবিক্ষুব্ধ বিষণ্ণ যুবক—

বহীরি আইন্নু যবে দেহরি খুলিলিরে
নিঅ নিলঅ পইসন্তে তু বন্ধ করিলি—

কম্পিতকণ্ঠে ব্যক্ত করতঃ লৌহদ্বারে ঢক্কানিক্ষেপ করিয়া ভূতলে পতিত হইল।

এক্ষণে বর্ষণ থামিয়াছে। প্রহরী সমাগত। দ্বার খুলিয়াছে। কৃষ্ণপরিচ্ছদ পরিহিত জনৈক শ্মশ্রুগুম্ফাকীর্ণানন শ্বেতাঙ্গপ্রৌঢ় সংজ্ঞারহিত যুবককে আপন স্কন্ধে স্থাপন করতঃ অন্দরাভিমুখী হইতেছে। দরজা বন্ধ হইতেছে।
—পরমেশর যেমত্ করেন—বলিয়া প্রহরী প্রস্তরবৎ দণ্ডায়মান থাকিতেছে।

৪

জানলার পর্দা ফাঁক করে একটা চোখ তারপর দুটো চোখ একটা রেলিং

ঠেকিয়ে তাকালে একটা চোখ গড়িয়ে ঠক্ঠক্ করে গড়িয়ে পড়তে পড়তে চূণ-সুড়কির আস্তর ভাঙা কয়েকটা ইটের আগায় ঠক্ঠক্ করে কয়েকবার ঠেকে গিয়ে লাফিয়ে গড়িয়ে ফুটপাথের ওপর ঠক্ঠক্ করে লাফিয়ে চোখটা চোখ নয় পিংপং বলটা লাফাতে লাফাতে লাফাতে তারপর গড়াতে গড়াতে গড়াতে

একটা পা একটা পায়ের ছাপ ফেলতে ফেলতে আরেকটা পা পায়ের ছাপ ফেলতে ফেলতে পা দুটো ফুটপাথের ওপর পায়ের ছাপ ফেলতে ফেলতে পা ফেলতে ফেলতে পায়ের ছাপ একবার দুইবার তিন চার পা

একটা আস্তিনের ভেতর থেকে একটা হাত কব্জি বেঁকিয়ে তখন কব্জিতে ঘড়িটা উল্টে আলোর চমক দিয়ে নিচে নেমে গেলে হাতটা আঙুল তুলে আংটির ষ্টোনে আলোর চমক দিয়ে উপরে তুলে কব্জি বেঁকিয়ে ঘড়ি উল্টিয়ে আলোর চমক দিয়ে নিচে নেমে গেলে হাতটা আঙুল তুলে আংটির ষ্টোনে আলোর চমক

পিংপং বল গড়াতে গড়াতে সামনে দরজা পড়লে দরজার তলার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে একটু ঠেকে একটু লাফিয়ে গড়াতে গড়াতে গড়াতে গড়াতে গড়া

দরজার গায়ে **সাবধান কুকুর আছে** লেখা থাকলে হাতটা হাতের আঙুল-গুলো কাঁপতে কাঁপতে দরজা ছুঁয়ে একটু ঠেলে দেবার পর দরজা একটু ফাঁক হলে **সাবধান কুকুর আছে** লেখা পরিপূর্ণ থাকার জন্যে আরেকটু জোরে ঠেলে দেবার পর দরজাটা আরেকটু ফাঁক হলে লেখাটা **সাবধান কুকুর** এ অবস্থায় দাঁড়ালে আরো অনেকটা ঠেলে দেবার পর দরজাটা বেশ কিছুটা খুলে গেলে লেখাটা **সাবধান** এ অবস্থায় দাঁড়ালে দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে দেবার জন্যে

ঠেলে দিলে পর খোলা দরজায় একটা সিঁড়ি দেখতে দেখতে আচমকা একটা ছায়া লাফিয়ে বুকের ওপব

আলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে উঠতে একটা জাগুয়ার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকলে শরীরের আর্ধেকটা দরজার ভেতর আর্ধেকটা বাইরে ফুটপাথে যেখানে ওপরে জানালা থেকে পর্দা সরিয়ে অজস্র অজস্র চোখ রেলিং ঠেকিয়ে তাকাতে তাকাতে সহসা গড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে লাফাতে লাফাতে ফুটপাথে অজস্র পিং পং বল লাফাতে লাফাতে লাফাতে থাকলে সেই দিকে তাকিয়ে জাগুয়ার বুকের ওপর চাবপায়ে দাঁড়িয়ে ফ্রিজ্ হ'

ডিম

শুধু ডিম নিয়েই আমাদের একটা আলোচনা হওয়া দরকার।—হ্যাঁ আলোচনা দরকার।—হ্যাঁ আলোচনা দরকার।—না দরকার নেই—কেন দরকার নেই?—দরকার আছে।…

হাতুড়ি ঠোকার শব্দ হল। কাঠের হাতুড়ি। ভাঁড় রাখার শব্দ হল। মাটির ভাঁড়। চা উপছে পড়ল। গরম চা। দেশলাই বাক্স পড়ে আছে। পোড়া কাঠি।

শুধু ডিম

— ডিম

— ডিম ডিম ডিম ডিম ডিম ডিম ডিম ডিম…

— আলোচনা হক

— ডিম ডিম রবে

সাঁওতাল পল্লীতে উৎসব হবে।—সাঁওতাল পল্লী না তো।—সাঁওতাল পরগণা—না চব্বিশ পরগণা—চব্বিশ পরগণা?—চব্বিশ পরগণা নয়ত। সুন্দর বন— সুন্দর বন।—সুন্দরবনে অনেক হাঁস।

— অনেক হাঁস আর অনেক হাঁসের ডিম। এত ডিম তবু কম পড়ল।

— ডিম কেন আধখানা করা হল? আমাদের কি ডিম কম পড়ে ছিল?

— যদি কম পড়ে থাকে তবে টোটাল মিস্‌ম্যানেজমেন্ট্।

— ডিম আধখানা করতে বাধ্য হয়েছি।—কেন বাধ্য হলেন?— কম পড়েছিল।— কেন কম পড়েছিল?— টোটাল মিস্‌ম্যানেজমেন্ট্।—আমার এ বিষয়ে তীব্র আপত্তি আছে।— ডিম কম পড়ার কথা নয়।— কম পড়ার কথা নয়।— হয়ত কম পড়ত না।— কিন্তু শেষ দিকে এত ডিম কি করে বাঁচল।— হ্যাঁ কি করে বাঁচল?— কি করে বাঁচল?— কোথায় বাঁচল? — বেঁচেছিল।— বেঁচে উঠেছিল।— না বেঁচে ওঠেনি। শেষে কিছু থেকে গেছিল।—অথচ আধখানা করলেন।—প্রথমে ভাবলুম।—আধখানা কেন করলেন?— ডিম কম পড়ত বলে?— কি পড়ত? কি?—তা হলে কম

পড়ল কেন ? কম তো পড়েনি। পড়ল না কেন ? পড়ল না কেন ? ভেবে ছিলাম কম পডত কেন ভেবেছিলাম এ বিষয়ে আমার তীব্র আপত্তি আছে ভেবেছিলেন ভেবেছিলাম তার কারণ তার কারণ তার কারণ চুপ কারণ বলছে তার কারণ চুপ চুপ করুন কারণ তার কারণ।

তার কারণ স্কুলের মেয়েদের একটা করে আস্তো ডিম দিতে হয়েছে।—কেন দিলেন ? দেবার তো কথা নয়। —সে কি কথা। —মেয়েদের কেন দিতে গেলেন। — মেয়েরা গেষ্ট ছিল। — মেয়েরা সব সময় গেষ্ট।

—আর ছেলেদের ভাগ থেকেই দিতে হবে।

— তাহলে ছেলেরা পাবে না!

— কেন পাবে না আধখানা করে পাচ্ছে তো।— কেন পাচ্ছে। —মেয়েরা আস্তো পায় ছেলেদের বেলায় আধখানা।— কি করে পাচ্ছে ? —মেয়েদের দিয়ে ভালোই হয়েছে।— কি ভালো হয়েছে ?— ভালো দেখাচ্ছে।— কাকে ভালো দেখাচ্ছে ?— কোন মেয়েটাকে ?— না তা নয়। — তা নয় মানে। আপনি বলছেন কোন মেয়েকে ভালো দেখায় নি।— আমি এ বিষয়ে তীব্র আপত্তি জানাচ্ছি।— ভালো দেখাবে না কেন ?— বলছিলাম ডিম দিয়ে···।— নিশ্চয় ভালো দেখতে মেয়ে ছিল।— বেশ ভালো ভালো মেয়ে···।— বলছিলাম যে···।— ভালো মেয়েদের ডিম দিয়ে ভালোই হয়েছে।— বলছিলাম ভালো ভালো মেয়েদের ভালো ডিম দিয়ে ভালোই হয়েছে।— হ্যাঁ ভালোই হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ভালোই হয়েছে। না ভালো হয় নি খুব ভাল হয়েছে আমি তীব্র আপত্তি জানাচ্ছি খুব ভালো না ভালো হয় নি খুব খারাপ খুব ভালো আমি তীব্র আপত্তি···ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্···

কাঠের হাতুড়ি। কাঠের টেবিল। ভাঁড় কেঁপে উঠছে। মাটির ভাঁড়। দেশলাই বাক্সটা নেই। শুধু পোড়া কাঠি।

তাই ২৫ টা ডিম কম পড়ল।— ২৫টা ডিম কম পড়ল ?— ২৫টা ডিম ? —২৫টা।— ২৫টা কেন ?— ২৫টা ডিম কম পড়বে কেন ?

— ১৩টা মেয়ে ছিল। ১টা করে ১৩টা ডিম।

— না। ৮টা মেয়েছিল।— আরে না। ১৩টা মেয়েছিল।— বলছি ৮টা মেয়ে ছিল।— না ১৩টা মেয়েছিল।— কি করে হয়?— ১৩টা মেয়ে…

—কেমন করে?—১৩টা মেয়ে। মোটেই না। ১৩টা। না ৮টা। ১৩টা ৮টা। ১৩টা ৮টা ১৩ ৮ ১৩ ১৩। ৮ ৮ ১৩ ৮…

হাতুড়ি ঠোকার শব্দ

আমার হিসেবে ৮টা আমার হিসেবে ১৩টা

হাতুড়ি ঠোকার শব্দ

আমি গুণে দেখলাম ৮টা আমি ও গুণে দেখলাম ১৩টা

ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক

১৩টা মেয়ে তার প্রমাণ কি ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ ৮টা মেয়ে তার প্রমাণ কি? ঠক ঠক্ ঠক্ ঠক্ প্রমাণ, প্রমাণ হল ১৩টা ডিম কম পড়েছে।—না, ২৫টা ডিম কম পড়েছে।—হ্যাঁ ২৫টা ডিম কম পড়েছে।—হ্যাঁ। ২৫টা ডিম কম পড়েছে।

ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠকাস্ ঠক্ ঠকাস্ ঠক্ ঠকাস্…

—শুনুন শুনুন, কটা মেয়ে ডিম খেয়েছে তার ঠিক নেই। কিন্তু ২৫টা ডিম কম পড়েছে।—হ্যাঁ ২৫টা ডিম কম পড়েছে।—৮টা মেয়ে খেয়েছে।

—১৩টা মেয়ে খেয়েছে…

—শুনুন শুনুন। আমি মিটিয়ে দিচ্ছি।

—৮টা মেয়ে খেয়েছে।—না ১৩টা

—আমি মিটিয়ে দিচ্ছি। ৮টা মেয়ে খেয়েছে তা হিসেবের মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। আরো ৫টা মেয়ে যে খেয়েছে সেটাই শুধু হিসেবের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং ধরা যাক ৮টা হিসেবি মেয়ে ডিম খেয়েছে আর ৫টা বেহিসেবি মেয়ে ডিম খেয়েছে। এবারে সবাই একমত?—একমত। —একমত।—আপনি একমত?—আপনি?—আপনি?—একমত?—তাহলে ৮টা হিসেবি আর ৫টা বেহিসেবি মেয়ে মোট ১৩টা মেয়ে ১টা করে ডিম খেয়েছে।—আমি তীব্র আপত্তি জানাচ্ছি।—প্রত্যেকে ১টা করে খেয়েছে।— ১টা করে খেয়েছে।—১৩টা মেয়ে ১টা করে ১৩টা ডিম খেয়েছে।—১৩টা ডিম।—১৩টা।—কিন্তু ২৫টা ডিম কম পড়েছে।—২৫টা ডিম।—১৩ থেকে ২৫গেলে —২৫থেকে ১৩গেলে —১৩ আর ২৫ ২৫থেকে ১৩গেলে

থাকে ১ ২ ৩ ৪··· —২৫থেকে ১৩গেলে থাকে ২৬ না ১২ না
১০ উঁহু ১১ ১২ তাহলে
২১ ২২ ২০ ১৮ না ১২
১৩ ১১ ১২ ১৪
২১ ২৩ ১২ ১১ ১৩ না
১৪ ১৫ ১২ ১৩ ১০৮১১১২ ১২ ১২
১২ না ১৪ ১২ ১১

১২ ১২—একমত।—সবাই বলছে। – না সবাই বলছে না। বেশির ভাগের মতে ১১।—১২। মেজরিটি। কেমন করে।—আঃ ১২।—হ্যাঁ ১২।—বলছি ১২।—আচ্ছা ঠিক আছে ধরা যাক ১২।—১২?—আমি তীব্র আপত্তি জানাচ্ছি—তাহলে ১২টা ডিমের হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না।—না।—১২টা ডিম কি হল?—১২টা ডিম।—হ্যাঁ ১২টা।—১২টার মধ্যে ২টো ওরা নিয়ে গেল।—কারা নিয়ে গেল? ওরা।—ওঁড়াও?—না না ওরা।—ওরা নিয়ে কি করল।—খোলে রাখল।—খণ্ডে রাখল।—খণ্ডে।—খণ্ড কি?—গরু খেদিয়ে নিয়ে গেল। গাইতে গাইতে নিয়ে গেল।—কি গান?—গান?—ওদের গান।—কো নাহি সিরিজালা বোমা পিরথিমা হো কো নাহি সিরিজালা গাইয়া যো য়ো রে। মানে—মানে গান।—মানে বলতে চায়—থাক্ থাক্ তারপর।—কে সৃষ্টি করেছে এই পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে এই গরু।—আহাহা। গরু আমাদের মা গরু আমাদের বাবা।—আঃ মাইরি ব্যাকরণটা।—গরু আমাদের সম্পদ। গরু আমাদের টোটেম।—আচ্ছা আচ্ছা তারপর।—তারপর গরুটা ডিম মাড়িয়ে দিল। ডিম মাড়ানো হয়ে গেলে শিঙে তেল মাখিয়ে দিল। শিঙে তেল মাখিয়ে দিলে পর সিঁদুর মাখিয়ে দিল।—কড়ির মালা পবিয়ে দিল।—পুঁতির মালা পরিয়ে দিল। ঘণ্টা বেঁধে দিল। ঘণ্টা বাজতে লাগল ঠুন ঠুন ঠুন ঠুন। গরুর চোখে কাজল। গরুর চোখে জল। গরু চুপ করে কাঁদতে লাগল। গরুর চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। গরু কথা বলতে পারে না। গরু কোন কথা বলতে পারে না।···

ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্

আমাদের প্রসঙ্গ ডিম।—হ্যাঁ ডিম।—না মাছ।—ডিম।—ডিমের কুসুম।—ডিম ডিম।—কটা ডিম।—১০টা ডিম।—১২ থেকে ২ গেলে থাকে ১০।—১০টা ডিম কি হল। জবাব দাও।—১০টা ডিম কোথায় গেল?—১০টার মধ্যে ৫টা ডিম ফুটে গেল।—ফুটে গেল?—ছানা বেরুল।—ছানা?—ফুটে ছানা বেরুল।—কিসের ছানা?—হাসপাতালের ছানা।—না মোটেই না হাঁসের ছানা।—ছানা বেরুল। ছানা গুলো কোথায় গেল? কোথায়? ডানা গজাল। ডানা? মানে পাখা। কাদের ডানা গজাল।

এ বিষয়ে আমার তীব্র আপত্তি আছে।

ডানা মেলে উড়ে গেল।

উড়ে গেল।

পাঁচটা হাঁস

উড়ে গেল।

কোথা দিয়ে গেল

বাঁশ ঝাড়ের পাশ দিয়ে গেল

বাঁশ ঝাড

নদীর ওপর দিয়ে গেল

নদীর দুপাশে বেগুনি ফুল ফুটেছিল

হাঁসগুলো সাদা মেঘের নিচ দিয়ে উড়ে গেল

আর ফুলের মধ্যে একটা ফুটফুটে মেয়ে

হাঁসগুলো ঝাকে ঝাকে উড়ল

গোল হয়ে উড়ল

পাশে গোল গোলাকার

গোল সূর্য

গোল

গোল সূর্য ঝরে পড়ে মন্দির চূড়ায় ঝির ঝির ঝির ঝির্

হাতুড়ি ঠোকার শব্দ হল। মাটির ভাঁড় কাঁপতে লাগল। পোড়া কাঠিটা নড়তে নড়তে থেমে গেল।

শুনুন শুনুন।—দয়াকরে শুনুন।—তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে…। ৫টা

ডিম ফুটে…আমি এ বিষয়ে তীব্র…আমি একমত…আমি তীব্র…একমত… এক মত আমি আমি একমত আমিও…তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে…কথাটা হচ্ছে বাকি রইল ৫টা ডিম।—না ৪টা ডিম। —৩টে ডিম। —৫টা। —৪টা —৪টে ডিম। —৪টে কি করে? হ্যাঁ। ৪টা।—৪টা ৪টা

—৪টের মধ্যে ৩টে ডিম দিয়ে…। —হ্যাঁ। ৩টে দিয়ে…। ১টা দিয়ে বধুল বাবু নোতুল বাবুকে তারপর আরেকটা দিয়ে নোতুল বাবু বধুল বাবুকে তারপর আরো ১টা দিয়ে বধুলবাবু নোতুল বাবুকে…। —নোতুল বাবুকে। —মেরেছে।—মেরেছে?—কেন মেরেছে? কেন মেরেছে? বধুল বাবুকে মেরেছে। না নোতুল বাবুকে মেরেছে। কেন? এবিষয়ে আমার আপত্তি আছে। কারণ? কারণ…। কারণ নোতুলবাবু বধুলবাবুকে ঘুসি মেরেছে। ঘুসি মেরেছে। কেন ঘুসি মেরেছে? কেন? কারণ বধুলবাবু ব্লেড্ দেয়নি। ব্লেড দেয়নি। ব্লেড দেয়নি। কারণ বধুলবাবুর ব্লেড নেই? ব্লেড নেই। ব্লেড নেই। আশ্চর্য ব্লেড নেই। কারণ বধুলবাবু গোঁফ দাড়ি রাখেন। কেন? গোঁফ দাড়ি রাখেন কেন? কারণ বধুলবাবুর স্ত্রী নাকি…

—ও থাক্ থাক্।—থাকবে?—কেন থাকবে?—ওসব ব্যক্তিগত ব্যাপার। —ব্যক্তিগত। —আচ্ছা ব্যক্তিগত।—কথাটা হচ্ছে বাকি থাকে ১টা ডিম। —১টা ডিম!

—আচ্ছা ডিম কেন আধখানা করা হল?—পরে হচ্ছে। এখন বলুন ১টা ডিমের কি হল?—আর মাত্র ১টা ডিম।

হাতুড়ি পড়ে আছে। মাটির ভাঁড় উল্টে পড়ে আছে। দেশলাই এর পোড়া কাঠি পড়ে আছে। প্লেটের ওপর একটা ওমলেট্। পড়ে আছে।

কফি হাউস

CAUTION SPEED BREAKER AHEAD

আসুন আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। ইনি বলরবম বলব সক..সক..স..ক···ক···

আসলে আজ অব্দি মনে মনে..একটা ··নতুন জিরাফ কতযে আমদানি হয়েছে, বুঝলেন অববংবাবু, নতুন নতুন জিরাফে···জিরাফের···বুঝলেন···খেলে হয় একটা কিছু

কফি

নো, থ্যাঙ্ক্স্, কফি খেলে রাত্রে

অবশ্য কফি ছাড়া···তা না হলে···চা·· মানে···চালের দর···চালের দর এবার অনেকটা···না চালের·· কোন চালাকি চলবে না, চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য সাধিত হয় না, সত্যের জন্য সবকিছু বর্জন করা চলে কিন্তু কোন কিছুর জন্য সত্যকে···সত্য ··হাসছেন যে সত্য মারা গেছে···

মারা গেছে ?

মারা গেছে

কবে ?

এই তো দিন চারেক আগে

আহা

এইটুকু একটা বাচ্চা রেখে

ইস্

ওর বৌটা—বৌটা অবশ্যি···ওর বৌকে হয়ত আপনি চেনেন।

কি নাম বলুন তো

ওর নাম হল ইয়ে সোতা···ইয়ে···সোমা···সোমালিথোমালিথালিথিনথিনথিন··· হ্যাঁ থিন অ্যারোরুট বিস্কুট আর সামান্য বাটার ব্যস্ এই হল তোর ব্রেকফাস্ট তারপর লাঞ্চে কি খাওয়াল জানিস ? মাইরি বিশ্বেস করতে পারবি না

বিশ্বাস

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু

বস্তুবাদীদের মতে বিষয়টা অন্যরকম

বস্তুবাদীরা বলেন

বস্তুবাদীরা তো কিছু বলেন নি

বস্তুবাদীরা বলেছেন। বলেছেন বস্তু হচ্ছে যাকে ডাইমেনশন্ দিয়ে ধরা যায় বোঝা যায়···

ও বুঝলাম, তুমি ডাইমেন্শনালিষ্টদের কথা বলছ···

আরে বাবা, ডাইমেন্শনের আগেই তো ডাই রয়েছে

Die

If I live—or if die

Then am I—A happy fly—If I live···

মাইরি মৃত্যু একটা অদ্ভুত রহস্যজনক···

মৃত্যু নিয়ে রবীন্দ্রনাথের—মরণরে তুঁহু মম···

ওসব রবীন্দ্রনাথ ফাথ আর চলে না। মৃতু সম্পর্কে যদি কিছু বলতে হয় তো ব্যোদ্‌লায়র বলেছেন, C'est la mort qui console, he'las ! et qui fait vivre···

মানে···

মানে হচ্ছে

না। মানে হতে পারে না। কবিতা কি শালা বোঝার জিনিস। কবিতা উপলব্ধির জিনিস।

আঃ মানে তো একটা হবে।

মানে ফানে আবার কি ?

মানে হচ্ছে

দাঁড়াও। মানেটা বলে দিচ্ছি। মানে হল মোটর বাইক্ যাচ্ছে। তাতে বসে আছেন লেডি সুতানিতানিতিন তিনি তিন তিন তিন···তিন···তিন

তিন চলবে না

তাহলে চার

চার ও শালা চলবে না

পাঁচ

উঁহু

ছয়
উঁ
সাত
ওকে
ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি
ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি
না হলে
না হলে শালা পেটো মেরে একদম রফা বানিয়ে দেবো
রাইট রাইট
রাইট, রাইটিস্ট্‌ ? রাইটস্ট্‌দের
কথা আর বলবেন না স্যার। উজ্‌বুকদের ধরে ধরে পেটানো উচিত।
এটাই কি লেফ্‌টিস্ট্‌দের বিপ্লব ?
রাইটিস্ট্‌রা কি করে বিপ্লব শব্দটা উচ্চারণ করে মাইরি বুঝতে পারি না।
ওদের বোঝা উচিত বিপ্লব সবসময় বামদিকেই অবস্থান করে।
বাঁদিকে
হ্যাঁ বাঁদিকে
অ্যাই বাঁদিকে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে
মেয়েরাই তো মূর্তিমান বিপ্লব
বাঁদিকে দাঁড়িয়ে আছে
কই
এই যা পাশ ফিরে দাঁড়াচ্ছে—আহা—যেন বুক ফুলিয়ে সাধনা বাসু—
আমি বাদশা হয়েছি
আমি বেগম বনেছি
বাদশা বেগম ঝম্ ঝমা ঝম্
বাজিয়ে চলেছি
ঝম্ ঝমা ঝম্ ঝম্ ঝমা ঝম্
ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্
ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্

ওঃ

কি হল আপনার

কিছু না

অসুখ করেছে

উঁহু

জ্বর নাকি, দেখি আপনার হাতটা। ইস্ হাতটা কি ঠাণ্ডা···পাল্‌স্···পাল্‌স্ কোথায়?

আছে

কোথায় আছে

কব্জিতে

ইস্ কি দুর্বল

দুর্বল

বড় দুর্বল। রক্ত কম···আপনি এক কাজ করুন। হাফ্ পাউণ্ড মুর্গির রোষ্ট আর একটা বিয়ার সপ্তাহে দুদিন চালান তো

বিয়ার

আরে চমকে উঠছেন কেন, বিয়ার মদ নয়

শালা গিনিপিগ মাইরি

শোন শোন

বিয়ার তো ঘোড়ার পেচ্ছাব

আরে আমাকে বলতে দাও না ছাই

শোন য়লারাঁ তুমি কিছু A খাও

A খাব

হ্যাঁ A খাও B খাও C খাও D খাও E খেওনা ভাই F খেতে পারো, আর তার সঙ্গে VITAL কিছু খাও

Elan Vital

ভালো ভালো। চালিয়ে যাও

বললাম ভালো কথা

বের্গ্‌সঁর ব্রহ্মাস্ত্র আমার সহ্য হবে না ভাই···

বেচারা ডারুইন্···তোমার, জীববৃক্ষ তলে বসি কাঁদিতেছে বিজ্ঞান শিক্ষার্থী....

জ্ঞান দুঃখদাতা..he that increaseth knowledge increaseth sorrow···
আপনি ওসব ভাইটাল বের্গ্‌সঁ ফের্গ্‌স ছাড়ুন তো, স্রেফ্‌ কড়াই শুটি চালান। তাজা ভিটামিন তার সঙ্গে একটা মুরগির ডিম হাফ্‌ বয়েল···
আসলে কি জানেন খেলে টেলে কিছু হয় না···খাবি খেতে থাকলে পাল্‌স্‌ ফাল্‌স্‌ ওবকম অনেকেরই খুঁজে পাওয়া যায় না
খাবি? কিসে খাবি খাচ্ছেন?
প্রেমে?
তাই নাকি
প্রেম করেন
প্রেম মানে
আরিস্‌শালা, সোনালি হাসির ঝরণা তোমারও ওষ্ঠাধরে
না মানে একবার
আরে বলুন না লজ্জার কি আছে
একবার মানে কলেজে পড়বার সময় একটা মেয়েকে পড়াতাম, বুঝলেন, যেমন ধরুন চন্দ্রলেখা—চন্দ্রলেখা মানে—চন্দ্রলেখাকে জানেন তো, চন্দ্রলেখার প্রেমে পড়ে বিল্‌হণ···আহারে কবি বিল্‌হণ···তোমার মৃত্যুদণ্ড শুনে··· মহারাজ! আপনার কন্যার অশ্রুসিক্ত করুণ নয়ন দর্শন করতঃ বারেকের জন্য ক্ষান্ত হউন। আপনার প্রাণদণ্ডাদেশ ফিরাইয়া লউন।

কদাচ নহে। যে শিক্ষক আপন শিষ্যা রাজকন্যা চন্দ্রলেখার সহিত অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হইতে চাহে তাহাকে তুমি হে বিদূষক, প্রেমিক বলিতে চাহ? ঘাতক, কালবিলম্ব করিও না, অবিলম্বে বিল্‌হণের ছিন্নমুণ্ড সম্মুখে স্থাপন কর। হে কবি বিল্‌হণ, আমরা অসহায় জল্লাদ মাত্র। আমাদের তুমি ক্ষমা করিও। রাজদণ্ডাজ্ঞানুসারে তোমাকে বধ্যভূমিতে আহ্বান করিতেছি।
বধ্যভূমির কেন্দ্রস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া আজ নিজেকে পবিত্র মনে হইতেছে। পরিপূর্ণ প্রেমে আমি পবিত্র। পঞ্চাশটি শ্লোকের মধ্যদিয়া চন্দ্রলেখাকে নিবেদিত আমার এই প্রেম···প্রেম! প্রেম কাহাকে বলে?···কয় প্রকার ও কি কি···কাহাকে বলে···বিদ্যাসাগর বলিয়াছেন···বিদ্যাসাগর কিছু বলেন নাই···স্বয়ম্ভুব বলিয়াছেন—স্বয়ম্ভুব যেহেতু আমাদের প্রথম মনু সুতরাং তিনিও কিছু বলেন নাই···আইনস্টাইন বলিয়াছেন—না প্রথমতঃ আইন এ বিষয়ে

কিছু বলিতে পারে না দ্বিতীয়তঃ…অব্জেকৃশন্ মি লর্ড্। প্রেম ধীবর স্বরূপ। যুবতী প্রেমের বড়শি স্বরূপ। আর যুবক গভীর জলের মৎস্যরূপে ভাসমান। যুবক যুবতীর নধর মধুর অধরৌষ্ঠের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া চুম্বন করিতে গিয়া বড়শিতে গাঁথিয়া যায়…

রসিক প্রবর ভর্তৃহরি

কিন্তু

কিন্তু কি

চুম্বন মানে চুমু

হাঁা নৃত্য মানে নাচ

চুমু কি কখনো ঠিক জায়গায় পৌঁছায় ?

আর নাচ কি কখনো এক জায়গায় স্থির থাকে ?

লাট্টুর মত নাচলে

আর বাঁদরের মত না নাচলে

ভুতের নাচ দেখেছেন ?

দেখেছি,—শালা গীতার সঙ্গে বাইবেল নাচছে হুকোর সঙ্গে পাইপ্ নাচছে

মালপা নাচে পিঠা নাচে গলায় গলায় ধইরা

চাট্টুর উপর চিপা নাচে চুলার উপর পইড়া। ও নন্দ নাচোরে…

কি দিন ছিল রে মাইরি। ঝুলন যাত্রা। নন্দোৎসব। সে সব দিনগুলো…

আর এখন শালা কক্ষে নাচে ডা ড্যাং ড্যাং—

চালতা তলায় গরুর ঠ্যাং

গালফুল্লা গোবিন্দের মা—

চালতা তলায় যেও না

গোবিন্দের মা গো। চালতা তলায় যাওয়া বারণ। চালতা তলায় বসে বসে গোবিন্দ আমার চাল্তার ঔরসজাত দেশিভদ্‌কা পান কর্‌তেছে আর চক্ষু মুদে 'হাংসুকুমারী'র স্বপ্ন দেখে দেখে গুন গুন গান ধর্‌তেছে জো সিট সিট গগর্‌লেং জো সিট সিট

কটা বাজে
কটা বাজে ভাই
এখন বেজেছে যেয়য়য়য়য়ই
বাজতে বাজতে চলে গেছে
বার থেকে বাড়ি কতদূর
আমি যে বারে খাই সে বার থেকে বাড়ি কতদূর
বারের মধ্যেই বাড়ি আমার
বাড়ির মধ্যে বার
বারে যাচ্ছেন ?
বাড়ি যাচ্ছেন ।

জাবন-টীবন

বিনয় সুজিতাকে এবং সুজিতা বিনয়কে প্রথম দেখল কলেজে। প্রথম দেখেই তাদের প্রেম হল। এবং তারা প্রেম করতে লাগল। প্রেমের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থাদি প্রয়োজন তারা তা একটা একটা করে করতে লাগল।

প্রথমে একটা বই এর জন্যে কিংবা কলেজের নোটের জন্যে বিনয় সুজিতার বাড়ি কিংবা সুজিতা বিনয়ের বাড়ি যাওয়া শুরু করল। বিনয়ের বাড়ির ঝুলবারান্দা ও সুজিতার বাড়ির ছাদ এবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করল।

কিছু দিন পর ক্লাস ফাঁকি দিয়ে পার্কে বসা, চিনেবাদাম খাওয়া, আরেকটু বিকেল হলে সিনেমা দেখা কিংবা রেস্তঁরায় বসা কিংবা মাঝে মাঝে ট্যাকসিতে চড়ে হাওয়া-খাওয়া ইত্যাদি। তারপর প্রেম আরেকটু জমে উঠলে বিনয় সুজিতাকে রাস্তা পার করিয়ে দেবার সময় এর ডান হাতে ওর বাঁ হাতের স্পর্শ কিংবা এর বাঁ হাতে ওর ডান হাতের স্পর্শ নিতে শুরু করল। ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যে হয়ে এলে ঠোঁটে ঠোঁটে গালে গালে বুকে বুকে সুস্পষ্ট স্পর্শ নিতে নিতে ক্রমে ক্রমে ক্রমে ক্রমে অন্ধকার হয়ে এলে নিষিদ্ধ আবেগের তাড়া খেয়ে দুইজন যখন খুব নিশ্বাস ফেলতে শুরু করল কখন তারা দুজনেই বুঝল এখন আমাদের বিয়ে করবার সময় হয়েছে। এবং তারা বিয়ে করবার জন্যে যথাপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে লাগল।

বিনয় প্রথমে চাকৃরি খুঁজল। পেল না। সুজিতাকে বলল, অপেক্ষা কর। সুজিতা অপেক্ষা করল। বিনয় আবার চাকরি খুঁজতে লাগল। বিনয় চাকরি খুঁজতে খুঁজতে সুজিতাকে অপেক্ষা করে যেতে বলল। সুজিতাও অপেক্ষা করে যেতে লাগল। অবশেষে অত্যন্ত কষ্ট করে একজন মামাটামাকে ধরে এই বাজারে বিনয় একটা চাকরি জুটিয়ে ফেলল।

অনেক দিন দাঁতে দাঁত চেপে অপেক্ষা করার পর সুজিতা প্রথমে বোনকে, বোন থেকে মাকে এবং মা থেকে বাবাকে বিনয়ের চাকরি ফাঁপানো মাইনে চাকরির ভবিষ্যত অর্থাৎ কেরানি থেকে বড়বাবু বড়বাবু থেকে ছোট অফিসার ছোট অফিসার থেকে বড় অফিসার বড় অফিসার থেকে ছোট সাহেব ছোট সাহেব থেকে বড় সাহেব ইত্যাদি ইত্যাদি ফলাও করে ঘোষণা করল।

সুজিতার মা যখন সুজিতার বাবাকে বলল ছেলেটিতো বেশ ভালোই, তখনই শুরু হল সুজিতার বাড়ি থেকে বিনয়কে এবং বিনয়ের বাড়ি থেকে সুজিতাকে পালা করে দেখা। দেখা টেখা হলে পর ঠিকুজি মেলানো, গণ মেলানো, নাড়ি নক্ষত্র মেলানো, জাত গোত্র বংশ বর্ণ ইত্যাদি মেলানো, স্বাস্থ্য, শরীর, রঙ, দৈর্ঘ্য প্রস্থ ইত্যাদি মেলানো এবং সবশেষে টাকাকড়ি গহনা আসবাবপত্র-সংক্রান্ত কথাবার্তা এবং আরো অনেক কিছুর মীমাংসা অমীমাংসার পর ওদের বিয়ে হল।

বিয়ের পর ওরা অনুভব করল এখন আমাদের জীবনটা উপভোগ করার সময়। এবং উপভোগ করার জন্যে সব রকমের ব্যবস্থা অবলম্বন করল প্রথমে দুজন পুরী এবং পরে সিমলা গেল। সে সব জায়গায় তারা অনেক কিছু দেখল শুনল কিনল। অনেক কিছু খেল, পরল। অনেক কিছু করল।

তারপর ফিরে এসে সপ্তাহে তিন চারটি করে সিনেমা দেখার পর সুজিতা চশমা নিতে বাধ্য হল। বিনয়ের চশমা আগেই ছিল। বিনয় একটা স্কুটার ইনস্টলমেণ্টে কিনে সুজিতাকে পিছনে নিয়ে সারা কলকাতা ঘুরতে ঘুরতে একদিন অ্যাকসিডেণ্ট করে গলায় হাত ঝুলিয়ে এবং সুজিতা পায়ে ব্যাণ্ডিস্ নিয়ে ষোল দিন বিছানায় পড়ে রইল। সেরে টেরে উঠলে দুজনে মিলে হোটেলে ডিনার, কোন দিন বন্ধুদের নিয়ে হৈহল্লা পিকনিক জাতীয়—কোন-দিন বারে ঢুকে পড়ার অ্যাডভেঞ্চার কিংবা কফি হাউসের আড্ডা জমিয়ে দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবশেষে ওদের যখন একটি মেয়ে হল তখন সুজিতা নিজেকে মা এবং মায়ের কর্তব্য আর বিনয় নিজেকে বাবা এবং বাবার উপযুক্ত কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে ভাবতে লাগল।

দুজনেই ভাবল মেয়েটিকে সত্যিকারের মানুষ করা প্রয়োজন। এবং তারা তাই করতে লাগল। বিনয় হরলিক্স্ কিংবা গ্লাক্সো কেনার জন্যে যখন সারা কলকাতা হন্যে হয়ে ঘুরতে লাগল তখন সুজিতা ছোট ছোট জামা সেলাই করল নিজের হাতে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

মেয়েটি ছোট ফ্রক পরে কিণ্ডারগার্টেন স্কুল, তারপর স্কার্ট পরে মিশনারি স্কুল ও শেষে ব্লাউজ-শাড়ির মধ্য দিয়ে বড় হতেই কলেজে ভর্তি হয়ে গেল।

বিনয় ও সুজিতা দুজনেই জানল তাদের মেয়ের সঙ্গে কোন্ বাড়ির এক

ছেলের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। দুজনে কিছু বলল না।

দুজনেই জানল তাদের মেয়ের সঙ্গে সেই ছেলেটির প্রেম হচ্ছে। দুজনে কিছু বলল না।

একদিন তাদের মেয়েটি ও সেই ছেলেটি বিয়ে করতে চাইল। বিয়ে দিয়ে দেওয়া হল।

দুজনেই বুঝল—ওরা এখন জীবনটাকে কষে উপভোগ করছে। এবারেও বিনয় সুজিতা কিছু বলল না।

তারপর একদিন শুনল ওদের একটি মেয়ে হয়েছে। শুনে বিনয় সুজিতা দুজনেই খুব হাসতে লাগল। দারুন হাসতে লাগল। অনেক ক্ষণ ধরে হাসতে লাগল। হো হো হি হি শব্দ করে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে দুজনেই হাই তুলল। তুড়ি বাজাতে বাজাতে শুয়ে পড়ল। এক সময় পরম নিশ্চিন্তে ঘুম দিল।